www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ – ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ ঃ ৩ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 7, 3 December - 9 December, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাতিল নোট নিয়ে বিতর্ক চলছেই। একদিকে বিরোধীদের

তোপ অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান। এরমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দিয়ে ধরা পড়ছে অবৈধ সম্পদ। কিন্তু নোট যোগানে ঘাটতি থাকায় হয়রানি হচ্ছে মানুষের।

রবিবার : চলে গেলেন লড়াকু নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। আমেরিকার নাকের ডগায় ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কিউবায়

সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন নজির গড়ে গিয়েছেন এই গেরিলা বিপ্লবী।

সোমবার : দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল পাটিয়ালা জেলার

নাভা জেল। দিনের আলোয় ১০ জঙ্গি পুলিশের পোশাক পরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ৬ খালিস্থানী জঙ্গিদের। শোনা যাচ্ছে খালিস্থানীদের সঙ্গে যোগ রয়েছে আইএসআই–এর।

মঙ্গলবার : পুরোদস্তর ব্যর্থ হল বামেদের ডাকা হরতাল। এ রাজ্যে যা এতদিন আন্দোলনের

শেষ হারিয়ারের নামে কালচার হয়ে উঠেছিল আজ তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অবশ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন— 'ওরা শুধু ভুল করে যায়।'

বুধবার : কাশ্মীরের নাগরোটায় ফের উরির আতঙ্ক। সেনা উর্দি পরে সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ভোরবেলা সেনা

ঘাঁটিতে হামলা করল জঙ্গিরা। প্রাণ গেল ২ অফিসার সহ ৫ সেনার। সেনা ঘাঁটিগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ বেড়েই চলেছে।

বৃহস্পতিবার : শিশু পাচারের জাল যে সারা রাজ্য জুনে তা ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে তদন্তে। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা

নার্সিংহোমগুলি লোভী ডাক্তার, নার্স, আয়াদের নিয়ে গড়ে তুলেছে পাচারের কেন্দ্র। কড়া শাস্তি চাই এদের।

শুক্রবার : মাঝরাত থেকে উঠে গেল পুরনো ৫০০ টাকার নোটের

ব্যবহার। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে এই নোট। শেষ মাস্টার স্ট্রোকে এখনও যাদের কাছে পুরনো নোট রয়েছে তারা বিপদে। ● সবজান্তা খবরওয়ালা

তদন্তে ক্রমশ বেআব্রু হচ্ছে পাচারের স্বর্গরাজ্য

মেহেবুব গাজী

এতদিন নারী পাচারকেই মানব সভ্যতার চরম ব্যাধি বলে চিহ্নিত করেছি আমরা। এই রাজ্যে মহামারির আমার ধারণ করেছে এই ব্যধি যার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এবার সেই ব্যধিকেও পিছনে ফেলে উঠে এল চরমতম মানবিক ব্যাধি সদ্যজাত শিশু পাচার। এই রাজ্যে যেভাবে নানা কাহিনী উন্মোচিত হচ্ছে তাতে প্রশাসন মুখ লুকোবার জায়গা পাচ্ছে না। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে এবারেও শিশু পাচারে রাজ্যের মধ্যে সেরা জেলা হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই জেলাতেই নিখোঁজ শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রশ্ন উঠছে জেলা প্রশাসনের গাফিলতি নিয়ে। উল্লেখ্য, জেলা সমাজ কল্যাণ দফতর দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। না আছে পর্যাপ্ত কর্মী, না আছে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। অন্য দফতরের ধার করা কর্মী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। নিয়মিত অনুসন্ধান তো দূরের কথা নৈমিত্তিক কাজ চালানোই মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে।

এই ঢিলেঢালা অবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে জেলার কিছু হোম ও তাদের সঙ্গে যুক্ত নার্সিংহোমগুলি।

এই অবস্থার আর এক উদাহরণ ফলতার চাঁদপালা গ্রামের খালপাড়। সেখান থেকে উদ্ধার তিন শিশুকে পাচারকারীরা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল বলে নিশ্চিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দারা। তবে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, পাচারকারীরা একটি টাটা সুমোতে চেপে এসেছিল। দলে চারজনের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। সুযোগ বুঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠান্ডার মধ্যে শিশুগুলোকে চাদরের দোলনা করে গাছের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে চম্পট দেয় পাচারকারীরা। তবে এই এলাকা সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল তারা। ফলে পাচারকারীরা ফলতা থানা এলাকার বাসিন্দা বলে মনে করছে পুলিশ। কারণ, বিকেল ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে গাড়িটি গ্রামের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তিন অপরিচিত যুবক ও এক মহিলাকে ঘোরাঘুরি করতে চোখে পড়েছে কয়েকজন বাসিন্দারও। দোস্তিপুর–সহরারহাট রোডের পাশেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে শুনশান খালপাড়ে গিয়েছিল পাচারকারীরা।

এরপর ছয়ের পাতায়

নারী পাচার চক্রের মূল পান্ডা ধৃত

বিশ্বজিৎ পাল

বিগত সরকারের আমলে সুন্দরবন জুড়ে যেভাবে নারী পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা সুন্দরবনবাসীর কাছে অজানা নয়। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে নারী পাচারের বহু তথ্য উঠে এসেছে পুলিশ–প্রশাসনের তদন্তে। সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং–১ ও ২ ব্লকগুলির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বহু নারী পাচার হয়েছে বাইরের রাজ্যে। দিল্লি গুজরাট, উত্তর প্রদেশ প্রমুখ রাজ্যগুলিতে পাচারকারীরা এদের বিক্রি করে দেয় মোটা অঙ্কে। এইসব এলাকার নারীদের

বিভিন্ন পতিতালয়ে দেহ ব্যবসায় যুক্ত করে দেয়। গত ২৯ নভেম্বর পাচার হওয়া এক নাবালিকাসহ আরও ৪ জন মহিলাকে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে জেলা পুলিশের স্পেশাল টিম। পনের দিন আগে ক্যানিং ও জীবনতলা থানার পুলিশ কর্মীরা দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে হানা দেয়। যেখান থেকে সাগরিকা মন্ডল, আম্বিয়া সেখ (আজমীরা), পূজা নস্কর ও আরতি নস্করকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এরপর ছয়ের পাতায়

পুরনো নোট জমার ডেডলাইন যত এগোচ্ছে

বেসামাল বিরোধীরা

পার্থসারথি গুহ : বিগত লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অন্যতম প্রধান নির্বাচনী এজেন্ডা ছিল কালো টাকার কারবারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির গদিতে আসীন হওয়ার পর প্রায় দু–আড়াই বছর কপিবুক খেলছিলেন মোদি। অর্থাৎ রক্ষণকে জমাট রাখার কাজটা ভালোমতো চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ সহ বিশ্বের নানা প্রান্ত সফর করে দেশের ভাবমূর্তি একটা আলাদা পর্যায়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও সন্তর্পণে গোছাচ্ছিলেন এই গুজরাটি নেতা। তবু চারিদিকে কেমন যেন একটা

অধৈর্য্য ভাব ফুটে উঠছিল। শোনা যাচ্ছিল বিরোধীদের হা–হুতাশ। ভোটের আগে এত কিছু বললেন। এখন মোদির কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কী হল? এইসব আরকি।

এরপর পাঁচের পাতায়

সঙ্কটে জ্যোতিষী–তান্ত্রিক

কুনাল মালিক : সম্প্রতি ৫০০ ও ১০০০ টাকা পুরনো নোট বাতিলের ঘোষণায় কালো টাকার অনেক রাঘব–বোয়াল সমস্যায় পড়েছে। আয়কর দফতর ও সিবিআইও দেশের সর্বত্র হানা দেওয়ায় অনেকের ঘুম ছুটেছে। সূত্রের খবর এ রাজ্যের বেশ কয়েকজন জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক আয়কর দফতরের নজরে আছেন। নামকরা এই জ্যোতিষীরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ ভিন রাজ্যে এমনকি বিদেশেও অফিস খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে জ্যোতিষ চর্চা করেন। প্রতিকার হিসাবে নামি দামি গ্রহরত্ন তাবিজ–কবজ প্রদান করেন। একএকজন জ্যোতিষীর ফি ১০০০ টাকার উর্দ্ধে। এই ফি–এর জন্য কোনও রসিদ দেননা। তন্ত্র–মন্ত্র–গ্রহরত্ন–তাবিজ–কবজের জন্যও কোনও ক্যাশ মেমো দেওয়া হয়না। বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে লাইভ অনুষ্ঠান করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বেশ কয়েকজন জ্যোতিষী লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। একের প্রাপ্ত টাকার বৈধ কোনও হিসাব নেই। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদের বিলাসবহুল বাড়ির গাড়ি আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শৌচাগার প্রকল্পের এজেন্সিকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ নভেম্বর আলিপুর বার্তা পত্রিকায় বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমার শৌচাগার প্রকল্প নিয়ে ''চরম দুর্নীতির শিকার গ্রামবাসীরা'' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই খবরের কাটিংস জেরক্স করে বিভিন্ন গ্রামে আঠা দিয়ে লাগিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনিক কর্তারা এরপর নড়ে চড়ে বসেন। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, প্রকল্পের নোডাল অফিসার জয়েন্ট বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল প্রকল্পের এজেন্সি জে এইচ কে ট্রাস্টের

আলিপুর বার্তার খবরের জের

কর্ণধারকে ডেকে পাঠান। কেন নিম্নমানের দ্রব্য দিয়ে শৌচাগার করা হচ্ছে তার কৈফিয়ত চান। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ওই এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে। ওই এজেন্সি ৩০৪ জন উপভোক্তার টাকা নিয়েছে। ১৬২টির মতো শৌচাগার নির্মাণ বাকি আছে। ওগুলি নির্মাণ না করতে পারলে, টাকা ফেরৎ দিতে হবে। না হলে প্রশাসন এফআইআর করবে থানাতে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬–র মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। সাতগাছিয়া গ্রামে পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান আফসার দর্জি বলেন, ওই এজেন্সি টাকা ফেরত দিতে চাইছে না। ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। এগারো গ্রাম আরোগ্য নিকেতন নামে একটি এজেন্সিকে ৮০টি শৌচাগার বানানোর নতুন অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এদের গুণগত মান খুব ভালো। এই প্রকল্পের নোডাল অফিসার জয়েন্ট বিডিও মনোজ কাঞ্জিলালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত প্রশাসন, যা বলার বিডিও বলবেন, আমি কিছু বলতে পারব না। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার বলেন, সাতগাছিয়া পঞ্চায়েত থেকে একটা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, তবে তাতে পদ্ধতিগত কিছু ভুল আছে। সেটা পেয়েছি তবে তাতে পদ্ধতিগত কিছু ভুল আছে। সেটা ঠিক করতে বলেছি। ওই এজেন্সি যদি টাকা ফেরৎ দেয় কিংবা সময়ের মধ্যে ভালো মানের দ্রব্য দিয়ে শৌচাগার বানিয়ে দেয় তাহলে থানায় এফআইআর করা হবে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তর নদীপথে চৌকি বৃদ্ধি

কল্যাণ রায়চৌধুরী : ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ জারি করেছে। আর এই অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন নদীগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্থলভাগের বর্ডার আউট পোস্টগুলিকে ইতিমধ্যে অনেক সুদৃঢ় করা হয়েছে বলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অভিমত। কিন্তু নদী এলাকার প্রতি নজরদারি আরও বৃদ্ধি করা দরকার। ঢাকার গুলশনে হলি–আর্টিজান রেস্তরাঁয় জঙ্গি হামলার পর উভয় দেশই নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অভিমত, জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনার আশঙ্কা প্রবল। এজন্য সীমান্ত নজরদারি কঠোর করাতে কেন্দ্র মরীয়া। বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নদী এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধির জন্য আগামী বছর সাতটি ভাসমান সীমান্ত চৌকি বসাবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই ফ্রন্টিয়ারের মুখ্যকর্তা পিএসআর অঞ্জনেরুলু বলেন, 'নদী সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আরও বেশি নজরদারির জন্যে বর্ডার আউট পোস্টগুলি বসানো জরুরি।' বিএসএফের এক পদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'প্রতিটি আউট পোস্টে ৩৫ থেকে ৪০ জন জওয়ান সহ পাঁচটি স্পিডবোট থাকবে। স্থানীয় পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী যৌথভাবে স্পিডবোটে পাহারা দেবে।' উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে বয়ে গিয়েছে ইছামতী নদী। প্রায় ৮০ কিমি জুড়ে থাকা এই সীমান্ত এলাকায় নতুন চৌকি বসানোর কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিশ্বের দরবারে ভারতের আয়ুর্বেদ

প্রিয়ম গুহ : বিশ্বের সবথেকে বড় আয়ুর্বেদ এক্সপো 'আরোগ্য'–র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথি ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি (আয়ুশসহ) দফতরের মন্ত্রী শ্রীপদ নায়ক। কেন্দ্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিক জিনিসের ওপর জোর দিল আরোগ্য এক্সপোর মাধ্যমে। চারিদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে রয়েছে আয়ুর্বেদের উপকারিতা নিয়ে বিশাল মেলা। এছাড়াও রয়েছে আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় ভেষজ ওষুধ কি করে এই মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই নিয়ে। আলোচনা সভায় আরও যা রয়েছে তা হল ভেষজ জিনিসের উপকারিতা। বিশ্ব আয়ুর্বেদা কংগ্রেসের লক্ষ্য ভেষজ আয়ুর্বেদকে কিভাবে মানুষের কাছে প্রথম সারিতে তুলে ধরা যাবে, তারই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল কলকাতায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কারণ কলকাতাই সবথেকে উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করেছেন তাঁরা।

এই তিন দিনে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন দেশ বিদেশের চিকিৎসক সহ প্রতিনিধিরা। ভারত সরকার ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের জন্য এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক জিনিস প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং অনুষ্ঠানকে সফল করতে হাতে হাত মিলিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সহ অন্যান্য রাজ্যসরকার।

৩০ নভেম্বর একটি মউ স্বাক্ষর হয় কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুশ এবং আর্জেন্টিনার গভর্নমেন্ট অফ ইনস্টিটো ইউনিভার্সিটারিও ডেল গ্র্যান রোজারিও

এবং গভর্নমেন্ট অফ ফাউন্ডেসিওন ডি সালুদ আয়ুর্বেদা প্রেমা'র মধ্যে যা 'আকাদেমিক চেয়ার ইন আয়ুর্বেদা' তৈরির জন্য। এছাড়াও আর একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এদিন। সেন্ট্রাল কাউন্সিলর ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস মিনিস্ট্রি অফ আয়ুশ ভারত সরকার এবং ইজরায়েলে মেডিক্যাল রিসার্চ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং হেলথ সায়েন্সেস ফান্ড অফ দ্য তেল আভিভ সুরাক্ষী মেডিক্যাল সেন্টার। এই মউটি হল গবেষণা এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী বাটালু ইয়ামো গামা। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন শ্রীলঙ্কা হল প্রাকৃতিক জিনিসের ক্ষেত্র। এবং প্রাকৃতিক জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা অনেকটাই এগিয়ে। তাই তারা ভারতের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইতালির ডা. মারোজিও রোমারিও যিনি ভারতের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন। যা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে আরও উন্নত করবে। বিজ্ঞান ভারতীর সভাপতি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ডা. বিজয় ভাটকার তাঁর বক্তব্যে ভারত সরকারের এই পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। কারণ এই বিজ্ঞানই হল ভারতের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান। আয়ুশের সম্পাদক অজিত সরন বলেন মানুষের মধ্যে আয়ুর্বেদকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যা যা করণীয় তার সবটাই সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়াও গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যাতে এগিয়ে আসে তাতেও বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত ১৫০টি পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ আছে আয়ুর্বেদের ওপর। ভেষজ ওষুধ তৈরির ফার্মাসিউটিক্যালস আছে ৯৫০০। এটি যাতে আরও বাড়ে সরকারের পক্ষ থেকে সব সাহায্যই পাওয়া যাবে। এছাড়াও যদি কোনও বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রেও সরকারের সবরকম সাহায্য পাবে তারা। আয়ুর্বেদকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে ১০টি দেশ এগিয়ে এসেছে ভারতের সঙ্গে সামিল হতে। সবশেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নায়ক বলেন, আয়ুষের গুণগত মান যাতে বজায় রাখা যায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। তিনি আরও বলেন আর্য়ুবেদ চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সরকার সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা গড়ে তুলতে প্রয়োজন ভেষজ গাছ চাষ এবং ওষুধ তৈরির বা প্রাকৃতিক জিনিস তৈরির কারখানা। সেক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে কেন্দ্র— কারণ আয়ুষের একটাই লক্ষ্য মানুষকে ভালো রাখা। এর জন্য প্রয়োজনে ওয়ার্কসপ করার কথাও ভাবছে কেন্দ্র।

এই দিন পঞ্চকর্ণ নামে একটি গাইডলাইন প্রকাশ হয় মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত দিয়ে যাতে রয়েছে কিভাবে ভেষজ ওষুধ মানুষের মুক্ত করতে পারে। তাছাড়াও রয়েছে আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত আরও তথ্য।

মেলায় উপস্থিত বহু দেশ বিদেশের মন্ত্রী সহ আমন্ত্রিতরা জানালেন তারা আয়ুষের সঙ্গে পা মেলাবার জন্য প্রস্তুত। এতেই বোঝা যায় ভারতের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে তবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সরকারের প্রতিশ্রুতিমতন কাজ।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

ফার্মা–টেকনোলজির হাত ধরে

অনিশ্চয়তা থাকলেও ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত ভারতীয় শেয়ার বাজারে

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

গত সপ্তাহে লিখেছিলাম এখনও অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরতে পারেনি ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই সপ্তাহে শেয়ার কলমটা লিখতে গিয়ে অবশ্য তুলনামূল অনেকটা আস্থাশীল হয়ে বলা যাচ্ছে বাজার আপাতত আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে চলে এসেছে। এখন এই টালবাহানা হয়তো কিছুদিন যাবৎ চলবে। তাতে ভারতের শেয়ার সূচকের জন্য কখনও কখনও প্রয়োজন হবে অক্সিজেন সিলিন্ডারের। যার প্রয়োগে কিছুদিনের জন্য ঠিকঠাক দম নেওয়া যাবে। মাঝেমধ্যে আবার গেল গেল রব উঠলেও উঠতে পারে। যদিও এর ফলে বাজার যে খুব একটা আহত হবে তা মোটেই নয়। বরং বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ৩–৪ মাসের বন্ধ্যাকালীন সময় অতিবাহন করে ভারতের শেয়ার বাজার ফের উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠবে। কারণ বা যুক্তি হিসেবে যে তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে তা হল সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনীতি হল বিশ্বের সেরা। উন্নতশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের গ্রাফ তো সবসময়ই তুঙ্গি। সেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আরও কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে এই ডিসেম্বর মাসে ভারতের বাজারকে হয়তো আরও কিছু হার্ডলসের সম্মুখীন হতে হবে। যার মধ্যে দুটি অন্তরায় তো কম বেশি সব লগ্নিকারীর চিত্রপটেই রয়েছে। যার মধ্যে প্রধানতম হল আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক ফেডের রেট বা সুদ বাড়ানোর সম্ভাবনা। যা মোটের ওপর খুবই নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। সুদ বাড়লেই তো হল না। এবার দেখতে হবে মার্কিন ফেড কি হারে বা কত শতাংশ সুদ বাড়ানোর পথে হাঁটছে। এর ওপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল। এমনিতে যে আনুমানিক সংখ্যাটা বাজার ধরে বসে আছে তা যদি ফেড বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাজারে নতুন করে বিক্রি আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি সুদের হার অতিরিক্ত আকারে বাড়ানো হয় তাহলে ভালোমতো প্রভাব পড়তে পারে ভারতের মতো ইমার্জিং মার্কেটে। এর সঙ্গে ডিসেম্বরে আরও একটা জুজু সবসময় ভয় ধরায় সাধারণ ট্রেডার মনে। তা হল এই মাসেই মাস খানেকের ছুটিতে (বড়দিন এবং নতুন বছরের) চলে যায় এফআইআই বা ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে টাকা লগ্নিকারীরা। তার ফলে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাদের শেয়ার বা অপশনের অবস্থান তার থেকে বেচে বেরিয়ে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক পরিণাম পরিলক্ষিত হয়। যদিও অনেক বড় শেয়ার বিশেষজ্ঞ বলছেন ফেডের রেট বাড়ানো এবং ডিসেম্বরের ভরপুর বিক্রি এই দুইই নাকি ইতিমধ্যেই ডিসকাউন্টেড হয়ে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজারে। ভারতের বাজারে সাম্প্রতিক এই পতনকে ত্বরান্বিত করেছে আমেরিকায় সব সমীক্ষাকে ভুল প্রমাণিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন হওয়া এবং অতি অবশ্যই দেশে কালোবাজারী আটকাতে

অর্থনীতি

নরেন্দ্র মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত। ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন হওয়ার ধাক্কায় যেদিন বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের বাজারে (গত ৯ নভেম্বর) বিশাল মাপের পতন সংগঠিত হয়েছিল সেদিন কিন্তু নোট বাতিল অর্থাৎ আর্থিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রভাবে নিফটি এবং সেনসেক্স অনেকটা পতন রোধ করতে সমর্থ হয়েছিল পরে কদিনের টালবাহানায় অবশ্য ভারতের শেয়ার বাজার আবারও বেশ ভালোমতো পড়ে এবং নিফটি আট হাজারের গুরুত্বপূর্ণ লাইন অফ কন্ট্রোল অল্প কদিনের জন্য ভেঙেছিল।

যদিও ৮ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করে ভারতের শেয়ার বাজার অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে গত দু–তিনদিনে। মনে করা হচ্ছে আপাতত ভারতের শেয়ার বাজার ফাঁড়া কাটিয়েছে। অবশ্য নোট বাতিলের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ধাক্কা এখনও ৫–৬ চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে এর জের বড়জোর ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত থাকতে পারে। তারপর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পথেও কিছু ভ্রুকুটি আছে। সেটা হল বিরোধী নেতানেত্রীরা যেভাবে মোদি বিরোধী লড়াইতে নেমেছেন তাতে একটা এসপার–ওসপার হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এর প্রভাব ভারতের রাজনীতিতেও ভালোমতো পড়বে। এখনও পর্যন্ত বিরোধী দলগুলি যতই তর্জনগর্জন করুক না কেন, মোদির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনেকটাই। বিভিন্ন অ্যাপসে মোদির প্রতি সমর্থন যেভাবে ঝরে পড়ছে তার একটা বহিপ্রর্কাশ তো আছেই। ভারতের মতো বহুমাত্রিক দেশে এর ওপরও নির্ভর করে থাকা যায় না। কারণ কখন এমন হল যে বিরোধীদের তোলা কোনও হাইপে গা ভাসিয়ে ফেললেন সাধারণ মানুষ। এমন চিত্রনাট্য কিন্তু তৈরি হতেই পারে। যাতে হয়তো মোদি বিরোধী এবং কালোবাজারীদের ইন্ধন থাকবে সর্বাগ্রে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক মনস্ক মানুষ যদি এই ভুল বোঝানো পাবলিকদের তোয়াক্কা না করে কেন্দ্রের স্বচ্ছতার নীতিকে সমর্থন করে তা হলে পুরো দেশটাই ঘুরে দাঁড়াবে। সামনের বছরের উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন নিঃসন্দেহে এই ছবিটা পরিস্কার করবে যে সাধারণ মানুষ নোট বাতিলের এই সিদ্ধান্তকে কি চোখে দেখছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি যদি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায় এবং মোদি সরকারের জনমুখী নীতির ফলে দেশ এগিয়ে যায় তাহলে বিজেপি সরকারের অশ্বমেধের ঘোড়া কেউ আটকাতে পারবে না।

বলাবাহুল্য এর বিরাট প্রভাব পড়বে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। যার একটা প্রেক্ষাপট এখন থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যারা বুদ্ধিমান তারা বাজার তথা নিফটি ৮ হাজারের ঘর ছোঁয়ার পর থেকেই নেমে পড়েছে নিজেদের ঘর (ডিম্যাট) গুছানোর কাজে। ডিপিতে ভালো সংস্থার শেয়ার বেশ ভালো পরিমাণে সংগৃহিত করে রাখছেন তারা। বাজার পড়ার পর ঘুরে দাঁড়াবার প্রাথমিক লগ্নেই দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি শেয়ার ৩০–৫০ শতাংশ বেড়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে পতনে ভালো শেয়ার কেনার হিড়িক বেশ ভালোই রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। যারা সোজাসুজি শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করেন না, ঝুঁকি নিতে ভয় পান তারা আবার মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নানা লোভনীয় অফার এবং তাদের ন্যাভ ঘেঁটে দেখছেন। শুধু দেখা নয় অনেকে ইনভেস্ট করাও শুরু করে দিয়েছেন। বিশেষ করে যারা আয়কর প্রদান করেন তারা ট্যাক্সের বর্ধিত ছাড়ের সুবিধা নিতে নিচে থাকা বাজারে ইএলএসএস (ইক্যুটি লিঙ্ক সেভিং স্কিম) এ লগ্নি করছেন। তিনবছর পর যখন এটা ম্যাচুরিটি পাবে বাজার অনেকটা উচুতে থাকলে তার সুফল লাভ করাও সম্ভব হবে। এছাড়াও এসআইপি বা ব্যালান্স ফান্ডে লগ্নি করার পক্ষেও এটা নিশ্চিতভাবে ভালো সময়। সব দিক নজর রেখেই বাজারে পজিশন নিচ্ছেন ইনভেস্টররা।

যে কোনও বাজারের মতো ভারতের বাজারের উত্থান–পতনে মূল ভূমিকা নিতে দেখা যায় সেই বিদেশি বা এফআইআইদেরই। এদের একটানা বিক্রির ফলেই এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নিফটি চলে এসেছিল ৭ হাজারের সামান্য নিচে। পড়ে এদের ইতিবাচক কেনায় ভর করে ভারতীয় নিফটি প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট কভার করে ৯ হাজারের কাছে পৌঁছে যায়। এর মাঝেই মার্কিন নির্বাচন, দেশে নোট বাতিল ও তার কিছুদিন আগে পাকিস্তানকে টাইট করতে ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সব কিছুর জেরে ভারতের শেয়ার বাজার খুইয়ে ফেলে প্রায় ১০০০ পয়েন্ট (নিফটির ভিত্তিতে)। সেনসেক্স থেকেও ঝরে যায় তিন–সাড়ে তিন হাজার পয়েন্ট। বাজার কারেকশন করে প্রায় দশ শতাংশের মতো। এই জায়গা থেকেই ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ভারতের শেয়ার বাজার। সেটা কতদিন জারি থাকবে তার জবাব পাওয়া যাবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। বাজার যদি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৮৫০০–৮৬০০ হয়ে যায় তাহলে চমকে যাবেন না। এমনই একটা গ্যাপ রয়েছে টেকনিক্যাল চার্টে। অবশ্য ডিসেম্বের স্বাভাবিক বিক্রির ধাক্কায় ভারতের শেয়ার বাজার নেমে আসতে পারে ফের ওই ৮ হাজারে। পরের বৃদ্ধির আগে হয়তো একটু দম নেওয়ার অভিপ্রায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

বরোদা ব্যাঙ্কে ১০৯

সুইপার–কাম–পিওন, পিওন, ড্রাইভার–কাম–পিওন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুইপার–কাম–পিওন, পিওন এবং ড্রাইভার–কাম–পিওন পদে ১০৯ জন কর্মী নেবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। নিয়োগ করা হবে রাজ্যের এই সমস্ত জেলার শূন্যপদে : কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং। শূন্যপদের বিন্যাস : সুইপার–কাম–পিওন : **শূন্যপদ ১০২টি** (সাধারণ ৬৯, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ১২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

পিওন : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ড্রাইভার–কাম–পিওন : **শূন্যপদ ৪টি** (সাধারণ ২, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। বাংলা লিখতে ও পড়তে জানা চাই। ইংরেজিতে জ্ঞান থাকলে, তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বয়স : ২১–১২–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না এবং আইনত স্বামীবিচ্ছিন্না মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে ৯ বছরের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৯,৫৬০–১৮,৫৪৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে অনলাইন টেস্টও নিতে পারে। পরীক্ষায় থাকবে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এলিমেন্টারি এরিথমেটিক বা নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, সাইকোমেট্রিক টেস্ট। এছাড়া সুইপার–কাম–পিওন এবং পিওন পদের জন্য থাকবে অতিরিক্ত জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (ব্যাঙ্কিং সহ) এবং ড্রাইভার–কাম–পিওন পদের জন্য থাকবে অতিরিক্ত অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট। মোট নম্বর ১০০। সময়সীমা ২ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর। ফি বাবদ দিতে হবে ৪০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া অফলাইনে পে–ইন–স্লিপ বা ভাউচার বা চালানের মাধ্যমে নগজে ফি জমা দেওয়া যাবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার যে–কোনও শাখায়। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট (অনলাইনের ক্ষেত্রে) বা রসিদ (অফলাইনের ক্ষেত্রে) এবং দরখাস্ত 'সাবমিট' করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যে ১৬৪ পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬৪ জন পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার (স্পেশ্যাল) রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন, ২০১৬–র মাধ্যমে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ২৩/২০১৬।

মোট শূন্যপদ : ১৬৪টি। এর মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৩৬টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ১০টি, বিসিএ প্রার্থীদের জন্য ১৭টি , বিসি–বি প্রার্থীদের জন্য ১২টি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বাণিজ্য শাখায় স্নাতক। বাংলায় লিখতে, পড়তে ওব বলতে জানতে হবে (মাতৃভাষা নেপালি হলে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়)। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা করে থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, বিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে শুধুমাত্র কলকাতায়, ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in

প্রথমে অনলাইনে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং সই স্ক্যান করার পরে কম্পিউটারে সেভ করবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি ব্যবহার করে 'লগ ইন টু ইয়োর অ্যাকাউন্ট' লিঙ্কের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাটি এককালীন। যাঁরা আগেই পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা।

অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে।সবক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ বাবদ কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। চালানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে চাইলে ওয়েবসাইট থেকেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালান ডাউনলোড করে সেটির প্রিন্ট আউট নেবেন। চালান ডাউনলোড করার পরের কাজের দিন ইউ বি আইয়ের কোনও শাখায় ফি জমা দেবেন। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে এবং ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক–কাউন্টারে ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে ফি জমা দিতে চাইলে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে চালান ডাউনলোড করবেন। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

দরখাস্ত সাবমিট করার পরে সেটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে রাখবেন।

তথ্যের জন্য কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ৪টের মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২৪১৯–৮১৮৭।

শব্দবার্তা ৭

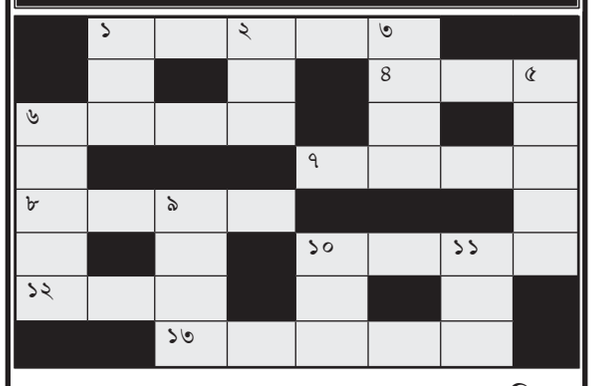

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ইনি ষড়যন্ত্র করে শ্বশুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার নবাব হয়েছিলেন ৪। মৃত ৬। শকুন্তলার এক সখী ৭। কচি তালের আঁটির শাঁস ৮। রাধাকৃষ্ণের কেলিকানন ১০। বেরিয়ে এসেছে এমন ১২। সৌহার্দ্য ১৩। এর দ্বারা নদী ইত্যাদির জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

উপর–নীচ

১। রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি ২। 'চন্ডীদাস কয় নব পরিচয়,/—বঁধুর সনে' ৩। গাছের সর্বোচ্চ ডাল ৫। গভীর সমাধিমগ্ন ৬। পূর্বপ্রকাশিত রচনা সমূহের একত্র সংগ্রহ ৯। কলকাতার আলিপুর সংলগ্ন এক অঞ্চল ১০। সোনা ১১। আকাট মূর্খ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬

পাশাপাশি : ১। কর্ম বিরতি ৫। শুনশান ৮। তান ধরা ১১। সংশপ্তক।

উপর–নীচ : ১। কল্পনালতা ২। তিগ্মাংশু ৩। বড়িশা ৪। দুর্বোধ ৬। নবান্ন ৭। নবকার্তিক ৯। নটিনী ১০। রাঙা বাস।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

নোবেল : গ্রেফতার প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোবেল চুরি কান্ডের তদন্তে অগ্রগতি ঘটিয়ে গ্রেফতার করা হলো প্রাক্তন সিপিএম প্রধানকে। ধৃতের নাম প্রদীপ বাউরি। বাড়ি বোলপুর থানার মোলডাঙ্গা গ্রামে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত রূপপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন তিনি। এলাকায় বাউলশিল্পী হিসাবে পরিচিতি ছিল তার। বর্তমান রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পেয়েছিলেন বাউল শিল্পী পরিচয়পত্র। গত সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যে গঠিত হয় রাজ্যের স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)। ঢাকার স্বর্ণকার মহম্মদ হোসেন শিপলু নোবেল চুরির মূল পান্ডা বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের এই স্বর্ণকারকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে গ্রেফতার করেছিল সেই দেশের গোয়েন্দারা। এক জার্মান নাগরিক, ইউরোপের এক পাচারকারী চক্র নোবেল চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। দুইদিন পরে প্রদীপ বাউরিকে গ্রেফতারের কথা জানানো হয়। এর আগে ১০১৪ সালের ২৪ মার্চ শান্তিনিকেতন থেকে সিবিআই টানা ১৩ দিন জেরা করেছিল প্রদীপকে।

গ্রেফতার অস্ত্র ব্যবসায়ী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের ঘাসিয়ারায় ভোর রাতে দুজন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী ধরা পড়ল। এরা দুজনে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২০ বছর ধরে অস্ত্র ব্যবসা চালাচ্ছে। কলকাতার লালবাজার থেকে আরম্ভ করে রাজ্য পুলিশের খাতায়ও এদের নাম রয়েছে। বহুবার জেলও খেটেছে। আবার জামিনও পেয়ে গিয়েছে সাক্ষীর অভাবে। সোনারপুরে বিশাল এলাকা জুড়ে ক্রিমিনালদের আঁতুরঘর। এলাকার বাইরে থেকে এসে কুখ্যাত দাগি আসামীরা সোনারপুরে তাদের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড চালায় এটা নতুন কিছু নয়। সেদিন সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে সোনারপুর থানার এস আই শুভেন্দু সরকারের হাতে ধরা পড়ে চম্পাহাটির চিনার মোড়ের বাসিন্দা জয়ন্ত সাঁপুই (বয়স ৪২) ও ট্যাংরার বাসিন্দা প্রদীপ মন্ডল (৫৬)। উদ্ধার হয় ৭, এমএম ও ১০০টি তাজা কারতুজ। এছাড়া পাওয়া যায় পুরনো ১১ হাজার টাকার নোট ও ২৮টি ৫০০ টাকার জাল নোট। জেরায় জানায় ১০০টি গুলি বিক্রি করতে এসেছিল। প্রতিটি গুলির দাম ৫০০ টাকা। হিসাব মতো ৫০,০০০ টাকা রফা করতেই ঘাসিয়ারায় দোকান খুলে বসেছিল গভীর রাতে। এছাড়া ৭ এমএমএর মূল্য ১০–১২ হাজার টাকা। এরা ২০ বছর আগে প্রথম ধরা পড়ে বারুইপুর থানায়। বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বাসস্ট্যান্ডে বিজেপির ক্যানিং–১ মন্ডল কমিটির ডাকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ও বিডিও অফিসে। ডেপুটেশনের আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, জেলা পূর্ব সাধারণ সম্পাদক বাপী রায় (মৃগাঙ্ক) ক্যানিং পশ্চিম মন্ডল কমিটির সভাপতি অসিত মন্ডল প্রমুখ। সত্যপ্রিয় বাবু বলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ৮ নভেম্বর ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করেছেন কালো টাকা ও জাল নোট দুর্নীতি রুখতে। ভারতের সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে ঘন্টার পর ঘন্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দেশের কালো টাকা বন্ধে পূর্ণ সমর্থন করছেন। আর ৭০ বছর ধরে শোষণ করা বিরোধী বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত করছে। যে কালো টাকা উদ্ধার হবে, সেই টাকায় গরিব মানুষের আবাসন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল প্রমুখ উন্নয়নমূলক কাজে লাগাবে। অসিত মন্ডল বলেন সাা ভারতবর্ষে চার শতাংশ মানুষ ইনকাম ট্যাক্স দেয়। ৭০ বছর ধরে বিগত সরকারগুলি ঘুমাচ্ছিল। আরও যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী কালো টাকা জাল টাকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলেন তখন তাদের ঘুম ভেঙে গেল আর বিরোধিতা করতে শুরু করল বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। বাংলার মানুষও দেশের মানুষ রাজনৈতিক সচেতন। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে। তিনি আরও বলেন দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ১০০ জন কংগ্রেস কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছে, তাদের দলের সংগঠনের হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। বিজেপির জেলা পূর্ব সাধারণ সম্পাদক বাপী রায় (মৃগাঙ্ক) বলেন শিশু পাচার, কালো টাকা, জলে নোট, সন্ত্রাসবাদী, দুর্নীতি বিরুদ্ধে ও বাংলার গণতন্ত্র বাঁচাতে বিজেপি–র এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও ডেপুটেশন। কিছুদিন আগে ক্যানিং–১ মন্ডল কমিটি–র বিজেপি–র পার্টি অফিস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চক্রান্ত করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসককে বলা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিন বিজেপি–র এক প্রতিনিধি দল ক্যানিং–১ বিডিওর কাছে ডেপুটেশন তুলে দেয় বিভিন্ন দাবিতে। এদিকে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলেন দেশের প্রদানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বাসন্তী, গোসাবা প্রমুখ বিধানসভাগুলিতে বিজেপি–র সংগঠন বাড়ছে। ফলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দল বড় বড় ধরনের ধাক্কা খেলে কোনও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শিশু পাচারের ঢেউ আছড়ে পড়ছে জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : শিশুপাচার কান্ডের জেরে রবিবার দক্ষিণ শহরতলির ফলতার দোস্তিপুরে মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নামক একটি হোমকে সিল করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুলিশ। এমনকি এদিন সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের আধিকারিক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় ও জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য সুজিত ঘোষ সহ চাইল্ড লাইনের কর্মীদের উপস্থিতিতে হোমের ২০ জন শিশুকে মন্দিরবাজারের লক্ষ্মীকান্তপুরের হাঁসুস হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। এই হোমের কো–অর্ডিনেটর বাসন্তী চক্রবর্তীর নাম সিআইডির হাতে উঠে আসার পর আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে ফলতা এলাকায়। শুক্রবার রাত থেকে হোমের সামনে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। খবর পেয়ে ফলতা থানার পুলিশ হোমে পৌঁছালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যদিও শনিবার সকাল থেকেই ফের ভিড় জমাতে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে হোমের শিশুদের সুরক্ষার কথা ভেবে ডায়মন্ড হারবার চাইল্ড লাইনের কর্মীদের নিয়ে দুপুরে হোমে যান জেলা সমাজ কল্যাণ দফতর ও জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির আধিকারিকেরা। হোমে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল ফলতা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, পূর্বাশা মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেই ১০টি সদ্যজাত শিশু কন্যাকে উদ্ধারের পর তদন্তে নেমে জোকা গ্রিন পার্কের মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কো–অর্ডিনেটর বাসন্তী চক্রবর্তীর নাম পায় সিআইডি। ওই বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শাখা ছিল ফলতার এই দোস্তিপুরের হোমটি। স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর পনেরো আগে জোকার গ্রিন পার্কে মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নামে একটি আবাসিক হোম খোলে মধ্য পঞ্চাশের বাসন্তী চক্রবর্তী ও তাঁর ভাই বিমল অধিকারী। এলাকায় বাসন্তী সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নামে বৃদ্ধাবাস

হলেও বয়স্কদের কখনও ওই হোমে রাখা হয়নি। এর মধ্যে বছর দশেক আগে দোস্তিপুরে ওই বৃদ্ধাবাসের একটি শাখা খোলা হয়।

এই শাখাতে প্রথম থেকেই শিশুদের এনে রাখা হত। সরকারি অনুদানেই চলত এই শাখাটি। আদালত ও জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির নির্দেশে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের এনে এখানে রাখত পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। ২০১৩ সাল থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ২০ জন শিশুকে উদ্ধার করে এখানে রেখেছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনাথ শিশুও ছিল। শিশু পাচার কান্ডের তদন্তে নেমে সিআইডি জোকার গ্রিন পার্কের মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সভাপতি বিমল অধিকারীকে গ্রেফতার করে। তারপর থেকেই পালিয়ে যায় বাসন্তী চক্রবর্তী। বাসন্তী ধরা পড়ার আগেই এদিন দুপুর জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের আধিকারিক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় ও জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য সুজিত ঘোষ ডায়মন্ড হারবার চাইল্ড লাইনের কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হন দোস্তিপুরের হোমটিতে। হোমের নথিপত্র পরীক্ষা করে আধিকারিকেরা কোনও বেনিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন।

কিন্তু পূর্বাশা মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উদ্ধার শিশুগুলিকে বাসন্তী চক্রবর্তী দিয়ে গিয়েছিলেন বলে সেখানকার কর্মীরা জানিয়েছিলেন সিআইডিকে। ফলে প্রশ্ন উঠছে এতগুলো শিশু কোথা থেকে পেল বাসন্তী চক্রবর্তী? সিআইডির গোয়েন্দাদের ধারণা, সরকারি এই সাহায্যপ্রাপ্ত হোমকে সামনে রেখে শিশু পাচার করে বিক্রি করত বিমল ও বাসন্তীরা। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক নার্সিংহোমের সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের। সেই সূত্র ধরে অতি সহজেই সদ্যজাত শিশু হাতে চলে আসত তাদের। তবে বাসন্তীর পরিবারের দাবি, নিঃসন্তানদের সন্তান দত্তক পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করতেন বাসন্তী। তবে বৃদ্ধাবাসের অনুমতি নিয়ে শিশু হোম চালানোর ব্যাপারে জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন প্রতিমা মন্ডল জানান, 'জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের সুপারিশে আমার এই হোমে শিশুদের রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই বিষয়টা সমাজকল্যাণ দফতর বলতে পারবে।' অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ দফতরের আধিকারিক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় জানান, 'নামেই বৃদ্ধাবাস ছিল।

কিন্তু এই হোমটির অনুমোদন ছিল শিশুদের রাখার জন্য। এদিন নথিপত্র ঘেঁটে কোনও বেনিয়ম পাইনি। যেহেতু হোমের সেক্রেটারি গ্রেপ্তার হয়েছে। আর কো–অর্ডিনেটরকে খুঁজছে সিআইডি। তাই আমরা আগেভাগেই শিশুদের সুরক্ষার কথা ভেবে এই হোম থেকে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হলাম।'

রাজনীতির গেরোয় নাজেহাল গুমা রবীন্দ্রবাজারের ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর চব্বিশ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার গুমা স্টেশন সংলগ্ন বাজার এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থার শিকার। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা মূলত কৃষিকাজ। ফলে এখানকার অর্থনীতি নির্ভরশীল এই চাষবাসের উপরেই। এর পাশাপাশি স্থানীয় নবপল্লি অঞ্চলে পুরনো গাড়ির বাতিল টায়ার

থেকে সিট কভার বানানো হত প্রতিটি বাড়িতে। এগুলি বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি ও খুচরো বিক্রি করা হত। স্থানীয় বেকার যুবকরা একাজ করতেন। কিন্তু বর্তমানে কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রীর খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই ক্ষুদ্র শিল্পও আজ প্রায় বন্ধের মুখে। তাই স্থানীয় মানুষরা কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি পাইকারি ও খুচরো বিক্রির কাজে নিয়োজিত। গুমা স্টেশন সংলগ্ন রবীন্দ্র বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাধনবাবু জানান, তাদের এই বাজারে প্রায় ১৬০টি দোকান রয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বাজার ও সংলগ্ন এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে এই বাজারের ব্যবসা মার খাচ্ছে। সাধনবাবুর দাবি, তাদের এই ব্যবসায়ী সংগঠন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রতি সমান যত্নশীল। কোনও বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোনও ক্রেতার অভিযোগ থাকলে, তা সাথে সাথে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে এই বাজারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একান্ত জরুরি। তিনি বলেন, 'বাজারে পানীয় জলের সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনই বর্ষাকালে বাজার সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে জল কাদায় চলার মতো অবস্থা থাকে না। কারণ এখানে কোনও নিকাশি ব্যবস্থা নেই। এছাড়া বাজার চত্বরে ভ্যাট বা বর্জ্য পদার্থ ফেলার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা না থাকায় শাকসবজি ও তরি তরকারির বর্জ্য ফেলা হয় যত্রতত্র। এতে বাজারের পরিবেশও দূষিত হচ্ছে।' এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছেন।

এমনকি অবিলম্বে একটি ভ্যাট বসানোর জন্য আবেদনও করেছেন, বলে সাধনবাবু উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, 'রাজ্য সরকারের 'সরলধারা' প্রকল্পের কাজ না হওয়ায় গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত বসানো একটি গভীর নলকূপ থাকলেও বছরের অধিকাংশ দিনই তা খারাপ থাকে। তাই ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।' তার অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক ধীমান রায় ও সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাদের সরকারি তহবিলের কিছু টাকা স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করলেও পঞ্চায়েত প্রধান শাহজাহান মল্লিক এই বাজার সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেননি। ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি স্বপন ভৌমিক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'একাধিকবার পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা সত্ত্বেও রাস্তায় পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইট ও আলোকস্তম্ভের ব্যবস্থা করেননি।' স্বপনবাবু জানান, সমিতির নিজস্ব টাকায় প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকায় কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় স্থানীয় মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। একারণে ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির এহেন অভিযোগের কথা সংশ্লিষ্ট গুমা ১ পঞ্চায়েত প্রধান শাহজাহান মল্লিককে জানানো হলে তিনি তা মিথ্যে এবং অপপ্রচার বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এই অঞ্চলের মধ্যে এটিই একমাত্র সিপিএমের দখলে। তাই এই পঞ্চায়েতকে দখল করার জন্যে শাসকদল মরিয়া। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা আসে। তা সবটুকুই উন্নয়নখাতেই ব্যবহার হয়। 'গীতাঞ্জলি' আবাসন প্রকল্পে অ্যালটমেন্ট অনুযায়ী টাকা না পাওয়ায় সবাইকে তা দেওয়া যায়নি। এছাড়া সরকারিভাবে জমা দেওয়া বিভিন্ন প্রোজেক্টের টাকা না আসায় বিভিন্ন প্রকল্প আটকে রয়েছে। স্থানীয় বাজারে ভ্যাট নির্মাণের জন্য জায়গা পেলে তা তৈরি করা হবে।' বাজার সংলগ্ন রাস্তাটির সংস্কারের জন্য তাদের দলীয় রাজ্যসভার সাংসদ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানালেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুধীর গোলদার। এমনকি এলাকায় হাই মাস্ট লাইটের অনুমোদন পেলে, তার বিদ্যুতের খরচও পঞ্চায়েত বহন করবে বলে স্থানীয় বিধায়ককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলেও সুধীরবাবু জানান।

নজির গড়লেন অরিন্দম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : কাকদ্বীপের এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে কয়েকদিন লাইনে দাঁড়ানোর পর সোমবার ব্যাঙ্ক থেকে ১০ হাজার টাকা তুলতে পেরেছিলেন অরিন্দম মন্ডল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়ার আনন্দে গুনে নেওয়াই হয় নি তাঁর। কিন্তু বাড়ি ফিরে পকেট থেকে টাকা গুনতে গিয়েই চক্ষু চড়ক গাছ অরিন্দমের। কারণ ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে

১০টি নতুন ২ হাজারের নোট। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে অরিন্দমকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন ক্যাশিয়ার। তখনই বেশি টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মধ্য তিরিশের অরিন্দম। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়াই সোমবার কিছুই করার ছিল না অরিন্দমের।

মঙ্গলবার সটান ব্যাঙ্কে চলে আসেন তিনি। কথা বলেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দীপক সিনহার সঙ্গে। সব কথা শুনে ম্যানেজারের যেন চাঁদ হাতে পেয়ে যাওয়ার অবস্থা। ক্যাশিয়ার রবীন্দ্রনাথ দলুইয়ের চোখ তখন ছলছল করছে। ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ারের হাতেই অরিন্দম তুলে দেন ২ হাজারের ৫টি নোট। দু'জনেই জড়িয়ে ধরেন অরিন্দমকে। ব্যাঙ্কের বাকি গ্রাহকরাও অরিন্দমকে দেখার জন্য ভিড় জমান। অরিন্দম একটি মোবাইল টাওয়ার সংস্থায় কেয়ারটেকারের কাজ করেন। বেতন খুব বেশি নয়। কোনও রকমে সংসার চলে। এদিন টাকা ফেরত দিয়ে অরিন্দম বলেন, 'আমি ১০ হাজার টাকা তুলেছিলাম। ব্যাঙ্ক থেকে বেশি টাকা পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।' ক্যাশিয়ার রবীন্দ্রনাথ দলুই বলেন, 'গত কয়েকদিন রাত পর্যন্ত কাজ করছি। কালকের ভুলের খেসারত হিসেবে আমার মাইনে থেকে টাকা কেটে নেওয়া হত। কিন্তু অরিন্দমবাবুর এই সততা ক'দিনের কষ্টটা লাঘব করে দিল।'

ভ্যান চালক খুন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ক্যানিং এর চাঁদখালী থেকে শনিবার সকালে এক ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। মিঠাখালীর বাসিন্দা, মৃতের নাম সাইফুল লস্কর (৪৫)। পেশায় ভ্যান চালক। মৃতের পাঁচ কন্যা সন্তান বর্তমান। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে দেহে একাধিক ধারালো অস্ত্রের দাগ এমন কি পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়েছে। খুনের মামলা রুজু করে মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ওঠে খুনির উপযুক্ত শাস্তির দাবি।

মহানগরে

বেহালায় একটিই বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু'বছর পর বেহালা বইমেলার আয়োজক কমিটি সমূহের শুভ বুদ্ধির উদয় হল। ১৯৯৮–এ শ্যামাসুন্দরী গার্লস হাই স্কুলে (উঃ মাঃ) কবি অরুণ রায়ের হাত দিয়ে বেহালা বইমেলার সূচনা ঘটার পর বেহালা ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের নিকটবর্তী রায়নগর মাঠ হয়ে বেহালা চৌরাস্তার বড়িশা হাই স্কুলের (উঃ মাঃ) মাঠে ২০১৩ পর্যন্ত বিগত ১৬ বছর তামাম বেহালায় একটিই বইমেলা হচ্ছিল। ২০১৩–তে মেলা চলাকালীন আয়োজক কমিটির প্রকৃত আর অপ্রকৃত নেতাদের মনোমালিন্যে মেলা কমিটি দু'টুকরো হয়ে ২০১৪ ও ২০১৫–এ বেহালার বইপ্রেমী মানুষদের বিচলিত করে এক টুকরো বেহালা বইমেলার আয়োজন করে চৌরাস্তার নিকটবর্তী ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে। আর এক টুকরো বইমেলার আয়োজন করে বেহালার বনমালী নস্কর রোডে বেহালা ক্লাবের মাঠে। শুভবুদ্ধির জাগ্রত হয়ে এবার ২০১৬–এ পূর্ব ও পশ্চিম দুই বেহালায় 'বৃহত্তর বেহালা বইমেলা'র আয়োজন একটিই হচ্ছে।

গত দু'বছর যাবৎ কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের মাঠে যে টুকরো কমিটি বইমেলার আয়োজনে ছিল সেই 'বেহালা অথরস আর্টিস্টস্ পাবলিশার্স ওয়েফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' এবারও বইমেলার আয়োজনে রয়েছে। আয়োজক কমিটির এক মুখ্য কর্তার থেকে জানা যায়, গতবারের চেয়েও এবারের মেলা অনেক বড়ো হবে। বিষয় বৈচিত্র্যে, গুণমানের ব্যাপকতায়, বর্ণময়তায় এবারের বইমেলা অন্যবারের চেয়েও ঢের আকর্ষক হবে। 'প্রতিটি বাড়িতেই হোক একটি করে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ৯–১৮ ডিসেম্বর ১০ দিন ব্যাপী বেহালা চৌরাস্তার নিকটবর্তী কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে তৃতীয় বর্ষের 'বৃহত্তর বেহালা বইমেলা' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

রেকর্ড পরিমাণ কর জমা, তদন্তে ক্যাগ

বরুণ মন্ডল

চলতি মাসের মাসিক পুর অধিবেশনে বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, চলতি অর্থবর্ষের গত ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে। গত সাড়ে সাত মাসে পুরসভার সম্পত্তি কর বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৫৫৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত, গত অর্থবর্ষে সম্পত্তিকর আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৫৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর বাবদ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৬৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে সেই আদায়ের আনুমানিক পরিমাণ রয়েছে ৯০৭ কোটি ৯০ কোটি টাকা। পুর লাইসেন্স বিভাগ গত অর্থবর্ষে 'লাইসেন্স ফিস' ৪৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে 'লাইসেন্স ফিস' বাবদ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ৫৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।

এদিকে গত ৮ নভেম্বর রাত ৮টায় প্রধানমন্ত্রীর প্রায় ৪০ মিনিটের জাতির

উদ্দেশে অপ্রত্যাশিত ভাষণে পাঁচশো–হাজার টাকার চালু নোট বাতিল করার কথা ঘোষণা করার পর গত ১০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক নির্দেশিকা বলে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ নভেম্বর মাসের ১০–২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিনের পুরনো পাঁচশ–হাজার টাকার নোটে পুর সম্পত্তিকর (বর্তমান বছরের কর) ও লাইসেন্স ফিস জমা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সুবর্ণ সুযোগে পুর বকেয়া করদাতারা লকারে জমা বাতিল টাকায় নগদে লক্ষ লক্ষ টাকা, সম্পত্তি কর ও লাইসেন্স ফিস জমা করতে পুরসভার সমস্ত কাউন্টারের ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরকারি ছুটির দিনেও রাত ন'টা পর্যন্ত ট্রেজারি থেকে অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন সেন্টারের কাউন্টারগুলি খুলে রাখে। ২৪ নভেম্বর বিকেল তিনটে পর্যন্ত গত ১৫ দিনে পুরসভার কোষাগারে সম্পত্তি কর লাইসেন্স ফিস ও বিল্ডিং স্যাঙ্কশন ফিস (নির্মাণ অনুমোদন মাসুল) বাবদ জমা পড়ে ৭৩ কোটি ৮৪ লক্ষেরও বেশি টাকা। কর নির্ধারণ ও আদায় দফতর সূত্রে খবর, কেবল ২৪ নভেম্বর আদায় হয়েছে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। পুর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এটাই শেষে ১৫দিনের সর্বোচ্চ। প্রসঙ্গত, ২০১৫–র নভেম্বরে সম্পত্তি কর বাবদ পুরসভার কোষাগারে জমা পড়ে ৪৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। এদিকে গত ২৮ নভেম্বর 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর–জেনারেলের (ক্যাগ) রেসিডেন্ট অডিট অফিসার জয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (রেভিনিউ) শাহজাদা সিবলিকে চিঠি দিয়ে পুর সাসপেন্স হেডে অ্যাসেসি নম্বর ধরে তারিখ ও সময় সহযোগে পূর্ণাঙ্গ হিসেব চেয়ে পাঠিয়েছে।

স্কুলে জলের লাইন সুলভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বশিক্ষা মিশন এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের এক সমীক্ষায় প্রকাশ খাস কলকাতায় সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত ১৫১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৫৪টি স্কুলের শৌচাগারে এবং ২৭৬৮টি উচ্চ প্রাথমিক–মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫৫৪টি স্কুলের শৌচাগারে কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ দফতরের পরিস্রুত জল পৌঁছয়নি। এ বিষয়ে পুর জল সরবরাহ দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, স্কুলের মধ্যে পুরসভার জলের লাইন যদি না থাকে তবে স্কুলের পরিচালন কমিটি পুরসভার কাছে চিঠি দিক জলের লাইন দেওয়ার জন্য। কিন্তু স্কুলের শৌচাগারের মধ্যে জলের লাইন পৌঁছে দেওয়ার কাজ পুরসভার দায়িত্বে পড়ে না। সেটা স্কুলের পরিচালন কমিটির দায়িত্বে পড়ে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৩ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

নবান্নতে বিনীদ্র রজনী

২০১১ তে রাজ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংগঠিত হওয়ার পর তৎকালীন প্রশাসনিক প্রধান দফতর রাইটার্সে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে জাগিয়ে রেখেছিলেন কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারি থেকে পুলিশ, মায় সাংবাদিকদের পর্যন্ত। তখন এমনও রটে গিয়েছিল দীর্ঘ বাম আমলের জং ধরা কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী এবার থেকে প্রায়শই বিনীদ্র রজনী যাপন করবেন। যদিও সেই ধারণা আর বাস্তবায়িত হয়নি। বিরোধী থাকাকালীন তো বটেই ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা খুব একটা পালটাননি। হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কখনও ছুটে গিয়েছেন বাজারহাটে জিনিসপত্রের দামে অসামঞ্জস্য আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে। আবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল পরিস্থিতি মাপতে তিনি ছুটে গিয়েছেন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালেও। এর ফলে বিভিন্ন দফতরে যে একটা তৎপরতা জেগেছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নেওয়া তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের খুব একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তিনি এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা এর পিছনে হয়তো কোনও প্রয়োজনও ছিল। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মোদি বিরোধী আন্দোলনকে দ্রুত অভিমুখ দেওয়ার অভিপ্রায়তেই হয়তো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ তুলছেন তিনি। প্রথমত তাঁর বিহার সফরের সময়ে বিমান অবতরণ নিয়ে সরাসরি ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আউড়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী মন্ত্রী মহাশয়। একে সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা। এখন আবার রাজ্যের টোল প্লাজায় সেনাদের অভিযান নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা। সরাসরি একে রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি বলে অভিযোগ করেছেন মমতা। যদিও সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে এটা একটা সমীক্ষা চালানোর জন্য নিতান্তই রুটিন অভিযান। সমীক্ষার কারণেই বর্ধমানের পালশিট, ডানকুনি, এবং মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ও সূতির টোল প্লাজায় সেনা গিয়েছিল বলে তারা জানিয়েছে। প্রতিবছরই এটা করা হয়। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী তো সেনার বিরুদ্ধে টোল প্লাজায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে তল্লাশির মুখে ফেলার দাবি তুলেছেন। তাঁর আরও অভিযোগ রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার থাকা সত্ত্বেও সেনার এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অমর্যাদাকর। বস্তুত মোদি বিরোধী জেহাদকে ত্বরান্বিত করতে সেনা অভিযানের এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী ফের একবার রাত্রিবাস করিয়েছেন নবান্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। বলাবাহুল এতে বাদ যান নি সাংবাদিকরাও। রাজায়-রাজায় যুদ্ধে যেভাবে চড়ছে তাতে আগামী দিনে আরও অনেকবার রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতেই পারে রাজ্যে।

অমৃত কথা

অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকরা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই প্রকার স্রোত চলে, তাহা হইলে বর্তমান পুরোহিত জাতি আর কদিন এদেশে থাকিবেন।

বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই।যাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণজাতির অধিকার-বিচ্যুতি চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণজাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজেরচিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক,তাহার শরীরময় সঞ্চালন নাহইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বত সঞ্চারের জন্য পুজীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সেসমাজ শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অপরদিকে রাজ-সিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাশি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহূর্তও কুণ্ঠিত নহে। আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল রাজ শার্দুলের ভোগেচ্ছায় বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই নহে, সমান প্রযত্ন, সমান আকুতি, সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোন দেশে সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। শক্তি সমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজ শরীরে প্রসৃত। ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন ক্ষয়িয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটিরে উন্নত মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃপ্তিসাধনে সক্ষম?

নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাঁহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার তো কথাই নাই।

ফেসবুক বার্তা

উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এই বার্তা দিয়ে যিনি পৃথিবীর মানবসভ্যতায় এক মাইলস্টোন রচনা করে দিয়েছেন তিনি হলেন প্রণম্য ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। তাঁর আবিষ্কারেই মানুষ পেয়েছে ইথার তরঙ্গের সন্ধান। এমন এক বক্তিত্বের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধা ভেসে উঠল ফেসবুকের অলিন্দে।

নেতাদের হাজারো লম্ফঝম্ফ-হাঁক-ডাক সত্ত্বেও জনগণ অনড়, কিন্তু কেন?

নির্মল গোস্বামী

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা নতুন বৈশিষ্ট ফুটে উঠছে। যাদের দেখার চোখ আছে, যাদের জনগণের মন বোঝার মতো কৌশল আয়ত্বে আছে তারাই বুঝতে পারবে বৈশিষ্টটা কি? এতোদিন আমরা জেনে এসেছি যে আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলো অন্য দেশের বিরোধী দলের মতো নয়। সেটা কি? না সেটা হল সরকার দেশের স্বার্থে যদি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে বিরোধীরাও সমর্থন করে। বিশেষ করে বিদেশ নীতিতে এবং নতুন কোন অর্থনৈতিক প্রস্তাব যাতে সত্যই দেশের অর্থনীতির মঙ্গল সাধন হয় সেই সব বিষয়ে বিরোধীরা বিরোধিতা করে না। কারণ তারা মনে করে দলীয় রাজনীতির স্বার্থের দিক থেকে দেশের স্বার্থ বড়। কিন্তু আমাদের দেশে এর উল্টো চিত্রই জনগণ দেখে এসেছে এতো দিন। এখানে দেশের স্বার্থের থেকে দলীয় স্বার্থের কথাই বেশিভাবে রাজনৈতিক দলগুলো। এখানে আবার দলের স্বার্থের সাথে নেতাদের উজির নাজির হওয়ার স্বার্থই প্রধান। নিজে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার জন্যই দলের স্বার্থের দোহাই দেওয়া হয়।

এই ধারা চলে আসছে সেই প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে। উদাহরণ হিসাবে দেশভাগের কথা ধরা যায়। ইতিহাস ঘেঁটে আমরা জানতে পারি যে গান্ধিজি দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। জওহরলালও ছিলেন দেশভাগের বিপক্ষে। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যখন জওহরলালকে বলেন যে নেতাজি মারা গিয়েছে এই সত্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা বিশ্বাস করে না। ফলে নেতাজি যদি ফিরে আসে কোন প্রদেশ প্রধানমন্ত্রী সাপ্লাই করবে? বাংলা না উত্তরপ্রদেশ? তখন অবিভক্ত বাংলা ছিল উত্তর প্রদেশের থেকেও বড়। জওহরলাল এই যুক্তি মেনে দেশ ভাগে সম্মতি দেয়। এরপর দেশভাগের বিষময় ফল আমরা ভোগ করে চলেছি। সেদিন জওহরলাল সহ অন্য নেতারা অখন্ড ভারতের কথা চিন্তা করেনি কারণ তাতে নিজেদের ক্ষমতা লাভ বিলম্ব হতে পারে তাই।

স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রেও বারবার দেখা গিয়েছে যে দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো কখনও একজোট হতে পারে না। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতার সময় এরা একজোট হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কর্মযজ্ঞে ভারত যাতে অংশীদার হতে পারে তার জন্য চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে পিভি নরসিংহ রাও ও মনমোহন সিং জুটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টারিফ অ্যান্ড ট্রেড) চুক্তি সই করে। আজকের উদারমনা বিজেপি সে দিন কিন্তু স্বদেশী অর্থনীতির ধুয়ো তুলে উদারীকরণের বিরোধিতায় নামে কোমর বেধে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তখন প্রয়াত বিজেপি নেতা তপন শিকদার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি। তিনি গ্রামে গঞ্জে মিটিং করে গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করেছেন।

একটা মিটিংয়ে তিনি বলছেন ''আমাদের তিন টাকা কিলো আলু কিনে আমেরিকার কোম্পানি পটেটো চিপস তৈরি করে একশো টাকা কিলোয় বিক্রি করবে। কেন আমাদের দেশের বেকার ছেলে মেয়েরা নেই? তারা এই ব্যবসা করতে পারবে না? এরা বিদেশিদের কাছে দেশটাকে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। বামপন্থীরা মনমোহন সিংকে সিআইএ-র চর পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছে। সেই বিজেপি ২০০০ সালে ক্ষমতায় এসে বিকেন্দ্রীকরণ থেকে ব্যাঙ্কের সুদ কমানো মানে উদারীকরণের চরম সীমায় চলে গেল যার তাৎক্ষণিক অভিঘাত জনগণ সহ্য করতে না পেরে ভোটে বিজেপিকে হটিয়ে দেয় ক্ষমতা থেকে।

আবার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন জিএসটি-র কথা বলেছিলেন তখন বিজেপি দল তার বিরোধিতা করে। আজ বুঝছে জিএসটি চালু হলে অর্থনীতির হাল ফিরবে। ব্যবসা বাণিজ্যর পথ সুগম হবে, বিনিয়োগ বাড়বে। সীমান্তপারের সন্ত্রাস সিজফায়ার লঙ্ঘন মৃত ভারতীয় সৈনিকের অঙ্গ ছেদ বা বিজ্ঞপ্তির জন্য পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিতে পারছে না দুর্বল প্রধানমন্ত্রীর জন্য। এই দাবি ছিল বিজেপির। আর আজ একই জিনিস প্রতিদিন ঘটছে কংগ্রেস তৎকালীন বিজেপির সুরে কথা বলছে।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ একটা সার সত্য বুঝেছে যে সরকারের এই সিদ্ধান্তে সাময়িক একটু অসুবিধা ছাড়া তাদের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তাই নেতারা যতই বলুক জনগণের হেলদোল নেই। তারা আরও বুঝেছে যে যারা টাকার পাহাড় করে বসে আছে তা সে সাদাই হোক আর কালোই হোক তাদের সব গেল। তারাই ত্রাহি ত্রাহি রব করছে। আর এটাই গরিব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। আর একটা জিনিস বুঝতে হবে তা হল 'নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ' করার মানসিকতায় আমরা কমবেশি সকলেই পছন্দ করি! সেই মানসিকতারও প্রতিফলন পড়ছে। যখন আমরা দেখছি ১০০০, ৫০০ টাকার ছেঁড়া নোট গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে; রাস্তায় পড়ে আছে, ময়লা ফেলার ভ্যাটে লক্ষ লক্ষ টাকা। যা ফেলে বাঁচতে চাইছে বড় লোকেরা তখন যারপরনাই আনন্দে আটখানা হয়ে আহ্লাদিত হচ্ছি।

সন্ত্রাসবাদ, সীমান্ত উত্তেজনা, সিজফায়ার লঙ্ঘন তার ফলে সেনা সহ নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যু এই রকম স্পর্শকাতর ইস্যুতে রাজনীতি হয় ভারতবর্ষে। যেটা হওয়া অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ভারতে সবই সম্ভব। এবং এই সম্ভব এতদিন পর্যন্ত বিরোধীদের খাড়া করা অজুহাতে মানুষ প্রভাবিত হয়েছে উদ্বেলিত হয়েছে নেতাদের শেখানো কথায় বিশ্বাস করে আন্দোলনে পা মিলিয়েছে— যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করেই। জনগণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বলেই দলগুলোই আরও সাহসী হয়।

কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল যে বিরোধীদের শত কথাতেও জনগণ প্রভাবিত হল না। তারা অনড় মনোভাব নিয়ে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট স্বীকার করছে। আমরা দাঁড়ানো জনগণের কাছে গিয়ে জানতে চাইছে, কি গো তোমাদের এত কষ্ট হচ্ছে তা তোমরা বুঝতে পারছ না? অবাক কান্ড জনগণের কষ্ট যতটা জনগণ বুঝছে তার থেকে বেশি বুঝছে আমাদের দেশের নেতারা! কে জানত মোদির নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত এমনভাবে গণ চরিত্র বদলে দেবে?

অনেকেই বলবে কেন দেশে তো বিরোধীরা মিটিং মিছিল ধর্না হচ্ছে। তাতে কি জনগণ নেই? হ্যাঁ তাতেও জনতা সামিল। তবে কোন জনতা তা বুঝতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ যারা কোনও পার্টি পলিটিকসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাদেরই জনগণ বলা চলে। আর এক ধরনের জনতা আছে তাদের 'দল-গণ' বলা যেতে পারে। তারা দল ডাক দিলেই কর্মসূচিতে সামিল হয়। আজ নোট বাতিলের বিরোধিতায় যারা সামিল তারা ওই 'দল-গণ' জনগণ নয়।

একটি প্রথমশ্রেণীর দৈনিকে খবর বেরিয়ে ছিল যে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে না কেন তাই নিয়ে বিরোধীরা চিন্তিত। রাজনৈতিক দলগুলো যতই জনগণের কথা বলুক আসলে তারা তো অন্য চিন্তায় মশগুল থাকে। তাই জনচিত্তের খবর সেভাবে পান না।

জনগণের এই মানসিকতাকে বিরোধীরা বুঝতে পারছে না। যাই হোক নোটের জোগান যদি ঠিক মতো হয় তাহলে ল্যাঠা চুকে গেল। আর যদি মারমুখী বিরোধীদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় সরকার তাহলেও সমস্যা মিটে যাবে। শুধু একটা সত্য জানা গেল যে জনগণ অনেক সাবালক হয়েছে। তারা নেতাদের মুখে আর ঝাল খেতে রাজি নয়। নিজেদের বিশ্বাস নিজেদের তারা চলতে শিখছে।

রাজনীতির পরিযায়ী বা পরগাছারা আদৌ কী সম্মান পান?

পার্থসারথি গুহ

শীতের সময়ে যে পরিযায়ী পাখিরা আমাদের রাজ্যে আসে তাদের ঝাঁক দর্শনে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় আমাদের বাঙালিদের মধ্যে। এদের মধ্যে অনেক পক্ষীকূল সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে চলে আসে এই বঙ্গভূমিতে। সুদূর সাইবেরিয়া থেকেও হরেক রঙা বিহঙ্গরা পাড়ি জমায় এখানে। দূষণের বাতাবরণে এদের সংখ্যা

খানিকটা কমলেও এখনও লেক, সাঁতরাগাছি ঝিল সহ রাজ্যের নানা সবুজ আবরণে ভূষিত জলাভূমিতে এদের সাদর পদার্পণ ঘটে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে আসা এই পরিযায়ী পক্ষিকূলের মতোই রাজনীতিতে অনেক পরিযায়ী বা পরজীবী (প্যারাসাইট)-এর আমদানি ঘটে আসছে যুগ যুগ ধরে। এদের অবস্থান অনেকটাই চমকৃত করে সাধারণ মানুষকে। সার্কাসের ট্র্যাপিজের গেমসের মতো ঝুঁকিও নেন এরা। অবশ্যই পুরনো দল ছেড়ে নয়া দলে যোগ দেওয়ার সময়। বলাবাহুল্য এইসময় দলবদলু এই রাজনীতিবিদদের আদর্শ-টাদর্শ সব মাথায় ওঠে। দেখা যায় অনেককে। পরিযায়ী পাখিরা কোনও সীমান্ত, দেশের পারাপার যেমন মানে না তেমনই রাজনৈতিক পরিযায়ীরা অন্য ঘরানা বা আদর্শকে চুলোয় তুলে দিব্বি ঘুরে যেতে পারেন একশো আশি ডিগ্রি কিংবা তার থেকেও বেশি। নতুন দলের প্রতি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এদের আচরণ হয়ে ওঠে 'কালাপাহাড়' সদৃশ।

আমাদের রাজ্য যথারীতি এই ভাইরাসে ভালোরকম আক্রান্ত। ডানপন্থা, অতি দক্ষিণপথের পথিক, বামপন্থী এবং অতি বাম ঘরানার নানা রাজনৈতিক নেতাকেও যেভাবে ঘুরে যেতে দেখা গিয়েছে আগে এবং সাম্প্রতিক অতীতে তা রীতিমতো অভূতপূর্ব। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়তো আপনাদের কাছে অনেকটা সড়গড় হয়ে উঠবে। আর এর জন্য এখনকার নমুনা নয়। ফিরে যাচ্ছি বেশ কয়েক জমানা আগে। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের পটভূমি নিশ্চিতভাবে স্মরণে রয়েছে এখনকার অনেক প্রবীণ এবং সদ্য প্রৌঢ়দের। সেসময় নকশালরা স্বাভাবিকভাবেই ছিল অতি বাম ঘরানায় বিশ্বাসী। কম্যুনিস্ট বা বামেদের মতো একটা সুন্দর সমাজ গড়ার আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তাও সেই আন্দোলন দানা বাধেনি এই সমাজে। বলা চলে অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। পরবর্তীকালে যে বামফ্রন্ট সরকারকে সুদীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করতে দেখা গিয়েছে তাদের প্রথম এক-দুটি টার্ম ছাড়া আপাদমস্তকই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল দুর্নীতির পাঁকে। আলোচনাটা অবশ্যই এই 'ডেডিকেশন' আর 'নন-ডেডিকেশন' নিয়ে নয়। বরং যাদের আমরা নকশাল বলে শিরোপা দিতাম বা যাদের আদর্শ নিয়ে কফি হাউস উত্তাল হয়ে উঠত তাদের 'দক্ষিণায়ন' সমাজকে মারাত্মক ব্যথিত করে। রাজ্য মন্ত্রিসভার এক সদস্যও ছিলেন পাঁড় নকশাল। অথচ এরাই কিভাবে ঘুরপথে ডানপন্থী হয়ে ওঠেন সেটাই প্রশ্ন। শুধু একজনের কথাই নয় এরকম রাজনেতিক অবয়ব পালটানোর শত শত নজির সামনে হাজির করা যায়। আবার যাদের আমরা বামপন্থী বলে মনে করতাম বা এখনও যে তকমাটা তাদের গায়ে রয়েছে কৃষি জমি কেড়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে তাদের মাখামাখি সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে। অন্যদিকে আবার আপাদমস্তক কংগ্রেসী ঘরানায় লালিত পালিত হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা বামপন্থী ছাপ রয়ে গিয়েছে। সেজন্যই বোধহয় সিপিআইয়ের একসময়ের ডাকসাইটে নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায় মমতাকে আদর করে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'তোর জায়গা এখানে' (বাম ঘরানায়)। যে কোনও দলের মধ্যে বিপক্ষ স্রোত এমনিভাবেই লক্ষিত হয়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ই সমান্তরালভাবে তার মধ্যে একটা বামপন্থী ব্লক গড়ে উঠেছিল। যদিও এরা কেউ আদর্শচ্যুত হন নি। অথচ যারা শুধুমাত্র ক্ষমতার মোহে বা অর্থানুকল্য লাভের জন্য 'দলবদলু' হচ্ছেন সেই পরিযায়ীদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কখনই ক্ষমা করবে না।

পাঠকের কলমে

সরকারের গাফিলতি

ব্যাঙ্ক থেকে দশ টাকার মুদ্রা দেওয়া হচ্ছে। অথচ বাজারের দোকানদাররা নিতে চায় না। তাদের ভয় ১০ টাকার মুদ্রা সব জাল। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। বাস্তবিক দু ধরনের মুদ্রা দেখা যায়। এর কোনটা জাল তা সাধারণ মানুষ জানে না। এ ব্যাপারের সরকারের এগিয়ে আসা দরকার।

ইলা পাল, দমদম

বিষের জ্বালা আটকাতে

খাদ্যদ্রব্যে অঢেল বিষ মেশানো হচ্ছে। এসব বিষ থেকেই নানা অসুখ হচ্ছে। বিষ বন্ধ করার কোনও প্রচেষ্টাই সরকারের নেই। সবজিতে পোকা মারার বিষ দেওয়া হয়। মুরগি রাতারাতি বড় করার জন্য হরমোন প্রয়োগ করা হয়। ওই হরমোন সম্পৃক্ত মুরগি খেলে ডাক্তারদের মতে ক্যান্সার হয় ও বাজারের মুরগি বিষতুল্য। মিষ্টিতে যে রং ব্যবহার করা হয় তা বিষ। এই বিষ লিভার, কিডনি খারাপ করে দিচ্ছে। রাস্তায় চলতে গেলে গাড়ির ধোঁয়া ফুসফুসকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে এসব নিয়ে সরকার কোনও সময় ভাবে না। এ থেকে মুক্তির উপায় কি?

মদন মৈত্র, বারাসত

খিচুরি কথা বন্ধ হোক

দূরদর্শনের নানা চ্যানেলে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা এতে অংশগ্রহণ করেন। দর্শকরা এ সব অনুষ্ঠান দর্শকরা খুবই আগ্রহ করে শোনেন। কিন্তু সবাই মিলে এক সাথে কথা বলার জন্য কারোর কথাই বোঝা যায় না। নেতাদের ধৈর্য বলে কিছু নেই। সবাই মনে করেন যে তার কথা সে কইবে অন্যদের কথা কইতে দেব না। এ অবস্থায় শুধু কথার খিচুড়ি হয়। রান্না করা খিচুড়ি সুস্বাদু হয়। কিন্তু নেতাদের এ খিচুড়ি কথা বিষ তুল্য। নেতরা ভোটের সময় ছাড়া অন্য সময় সাধারণের কথা ভুলে যায়। দূরদর্শনের পর্দায় তাই তারা কোলাহলের পিন্ড তৈরি করে বৈঠকের মূল তৈরি করে বৈঠকের মূল উদ্দেশ্যটাই মাটি করে দেয়। এ সব দেখা সঞ্চালকের কাজ। যদি তিনি আলাদা আলাদা সময় ভাগ করে নেতাদের একক বক্তব্য বলবার সুযোগ করে দেন তবে অনুষ্ঠানের পক্ষে বিপক্ষের সব কথা ও বক্তব্য দর্শকরা মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করতে পারেন। সবার বক্তব্য শুনে দর্শকরাই বিচারের রায় নিজেরা তৈরি করার সুযোগ পাবেন। এতে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য উপযুক্ত মর্যাদা পাবেন। এই মর্যাদা রক্ষার জন্য খিচুড়ি কথা বলার দোষ কবে ঘুচবে?

কমল ঘোষ , যাদবপুর

দুহাজারের নোট বন্ধ হোক

২ হাজার টাকার নোট দিয়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন কাজে লাগবে? মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ১০০ টাকার নোট বেশি প্রয়োজন। ২০০০ হাজারের নোট বাজারে নিয়ে গিয়ে তারা ভাঙাতে পারছে না। ফলে অনেক পরিবারকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে। ২ হাজারের বদলে ২০০ টাকার নোট ছাপালে সাধারণ মানুষ প্রচুর উপকৃত হত।

অশেষ মন্ডল, বেহালা

বীরভূম এক্সপ্রেস

ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিতে নাজেহাল বেকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি ওয়েবসাইটে খাদ্য দফতর সিভিক ভলান্টিয়ার পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বোরায়। তাতে বলা হয় ফর্ম ডাউনলোড করে সিউড়ি এসপি অফিসে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর ২০১৬। সেইমতো বীরভূম জেলার বেকার চাকুরি প্রার্থীরা ঠিকঠাক ফর্ম ফিলাপ করে এসপি অফিসে জমা দিতে এসে জানতে পারে এইরকম বিজ্ঞপ্তি বেরোয়ইনি। ২২ নভেম্বর এসপি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। ডিএসপি তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠান। পরের দিন বেকাররা আসায় টনক নড়ে পুলিশের। ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজগ্রাম, নলহাটি, মুথাবেড়িয়া সহ দূর দূরান্ত থেকে আসার বেকার চাকুরিপ্রার্থীরা একরাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

একাধিক অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি থানার রামপুর গ্রামের চারটি বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। আগুন লাগলেও কর্মী ও দমকলের তৎপরতায় বড়োসড়ো অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল সিউড়ি এফসিআই গোডাউন। সকাল ১১টা নাগাদ এসি থেকে আগুন লেগে পুড়ে যায় সিউড়ি তিলপাড়া বিআইটি কলেজের হলঘর। দুই ঘন্টার চেষ্টায় দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খুনিকে গ্রেফতারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদা শহিদ ইন্দ্রজিত দত্তের খুনি গ্রেফতারের দাবিতে হাজারখানেক লোক মিছিল করে এসে রামপুরহাট মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দিল। গত ৩০ নভেম্বর ইন্দ্রজিতের পরিবারের পাশে দাঁড়ান বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। মহরমের চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় খোসারিনপুর গ্রামে প্রহৃত হয় সাইকেল মিস্ত্রী ইন্দ্রজিত দত্ত। ১৬ দিন পর বর্ধমান নার্সিংহোমে সে মারা যায়। মৃত্যুর পর মল্লারপুরে র‍্যাফ নামানো হয়। লকেট ইন্দ্রজিতের খুনির গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিলেন।

শৌচাগারের গুরুত্ব

অভীক মিত্র : বাড়িতে শৌচাগার থাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছে ওরা। ওরা মানে লাভপুর সংস্কৃতি বাহিনী। বীরভূম জেলার এক নামজাদা সংস্থা ‘লাভপুর সংস্কৃতি বাহিনী’। দেড়িয়াপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় এই বাহিনীর কর্ণধার। ‘নির্মল বীরভূম’ নাটকের মাধ্যমে বোঝাচ্ছে বাড়িতে শৌচাগার থাকার গুরুত্ব। নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ বোলপুর, ১১ তারিখ খটঙ্গা, ১৮ তারিখ নানুর, ১৯ তারিখ লাভপুর, ২০ তারিখ লোবাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘নির্মল বীরভূম’। প্রশাসনের সহযোগিতায় এই নাটক উপস্থাপিত হয়। সম্প্রতি লোবা, মহম্মদবাজার নির্মল পঞ্চায়েত তকমা পেয়েছে। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ অতি উৎসাহে এই নাটক দেখে বাড়িতে শৌচাগার তৈরির অঙ্গীকার করছে। বীরভূম জেলা প্রশাসন ৫৩টি পঞ্চায়েতকে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষণা করতে চলেছে। বোলপুর ব্লকে চারটি, ইলামবাজারে দুটি, লাভপুরে দুটি, সিউড়ি–১ ব্লকে তিনটি, সিউড়ি–২ ব্লকে তিনটি, দুবরাজপুর ব্লকে দুইটি, খয়রাশোলে পাঁচটি, রাজনগরে তিনটি, বীরভূম জেলার ১৬৭ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৩ গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল পঞ্চায়েতের তকমা পেতে চলেছে। ‘নির্মল বীরভূম’ গড়ার ক্ষেত্রে এ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বীরভূমের মিনি স্টিলে লরির ধাক্কায় মারা গেলেন বিকাশ গড়াই নামে এক যুবক। মৃতের বাড়ি দুবরাজপুরের লালবাজারে। এর ফলে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ২১ জুন সকাল ১১টা নাগাদ গরুর গাড়ি করে ধান আনার সময় লরির ধাক্কায় মারা যায় এক কৃষক। মৃতের নাম হরিসাধন মন্ডল (৪২), বাড়ি মুড়োমাট গ্রামে। উল্টে পড়ে গাড়ি, জখম হয় গরুগুলি। সদাইপুর থানার পুলিশ ও দমকল এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠায়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মুড়োমাঠে পথে থাকে চাপা চাপা রক্তের দাগ। হরিসাধনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম।

স্ত্রী খুনে স্বামীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, মাকে খুন করার দায়ে জেল খাটছিল আমোদপুর গ্রামের প্রশান্ত মন্ডল। জেলে আলাপ হয় টুকটুকি পালের সঙ্গে। টুকটুকির দশ বছরে ছেলে আছে। প্রথমে রেজেস্ট্রি। তারপর কঙ্কালীতলায় বিয়ে হয় প্রশান্ত ও টুকটুকির। দুজনের এটা দ্বিতীয় বিয়ে। টুকটুকির পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি। প্রথমে প্রশান্ত দশ বছরের সৎ ছেলে, তারপর টুকটুকির উপর পণের দাবিতে অকথ্য অত্যাচার চালাতো। ২০১২ সালের জুলাই মাসে টুকটুকিকে পুড়িয়ে মারে প্রশান্ত। দোষী সাব্যস্ত করার পর সিউড়ি আদালত প্রশান্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়।

সঙ্কটে জ্যোতিষী–তান্ত্রিক

প্রথম পাতার পর

অনেক তান্ত্রিক–জ্যোতিষী প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠে বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে ওই জ্যোতিষীর ভক্তরা উপস্থিত হয়ে দক্ষিণার নামে কিংবা দোষ প্রতিকারে নামে হাজার হাজার টাকা প্রণামী দেন। এই ভক্তের তালিকায় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে ব্যবসায়ী ও রাজনীতির নেতা–নেত্রীরা উপস্থিত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐতিহাসিক নোট বাতিলের ঘোষণায় রাজ্যের নামকরা জ্যোতিষীরা বেজায় সমস্যায় পড়েছেন। দেশের নাগরিকদের বক্তব্য, এবার মোদিজি ডাক্তার, মাস্টার, উকিল ও জ্যোতিষীদের জন্য ফরমান দিন যে ‘ফি’ নিয়ে রসিদ দেওয়ার।

এজেন্সিকে শোকজ

প্রথম পাতার পর

অন্যথায় প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সমগ্র বিষয়টি আলিপুর সদরের মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে। তিনি যেমন বলবেন তেমন হবে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে নির্মল বাংলা করার লক্ষ্যে আমার শৌচারগার প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। উপভোক্তাকে দিতে হবে ২৬৬০ টাকা। পরে ১৭৬০ টাকা উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। কিন্তু সাতগাছিয়াতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

বস্তিবাসীদের বাড়ির কাজ শুরু

মলয় সুর : হুগলির চাঁপদানি শহর এলাকায় থাকা বস্তিবাসীদের সবার জন্য বাড়ি প্রকল্পে ঘর তৈরি করে দিতে উদ্যোগ নিল চাঁপদানি পুরসভা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে প্রায় দু’হাজার বস্তি এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের কাঁচা বা টালি, টিন, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া বাড়ি পাকা করে দেওয়ার কাজ শুরু করল এই পুরসভা। ইতিমধ্যেই সমীক্ষার তালিকা অনুযায়ী দেড় হাজার জনকে চিহ্নিত করে উপভোক্তাদের টাকা জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে চাঁপদানি পুরসভা ভবনের এলাকায় বেশ কয়েকটি জুট মিল ও কটনমিল থাকার জন্য এখানে বেশির ভাগ অবাঙালিদের বসবাস। যদিও এক কথায় এলাকাকে মিনি ভারতবর্ষ বলা যায়। চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিত্র বলেন, বস্তি এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন মানুষের বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী ধাপে ধাপে ২০২২ সালের মধ্যে মোট ৭ হাজার ৮৯৫জনকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে ৬৬২টি বাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যার মধ্যে ১০০টি বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার মুখে। পরবর্তী আর্থিক বছরে আরও ১ হাজার ৩৫১টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন হয়েছে। পুরসভা সেগুলির জন্যও কাগজপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এই পুরসভা এলাকায় ‘সবার জন্য বাড়ি’ প্রকল্পে ২০১৫ সালে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কিছু মানুষের নিজস্ব জমি আছে।

অথচ তারা বাড়ি তৈরি করতে পারছেন না। আবার কিছু মানুষ আছেন, যারা জায়গা থাকলেও টাকার অভাবে বাড়ি তৈরি করতে না পারায় ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে যাঁদের নিজস্ব জায়গা রয়েছে, অথচ টাকার অভাবে বাড়ি তৈরি করতে পারছেন না, সেই সমস্ত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ হাজার টাকা উপভোক্তাকে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। অর্ধেক টাকা সমানভাবে দেবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি অর্ধেক টাকা দেবে স্থানীয় পুরসভা। চাঁপদানি পুরসভা ২০১৫–২০১৬ আর্থিক বছরে ৬৬২টি বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন পেয়েছে। যার মধ্যে ৪৬০টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। তবে বাড়ি তৈরির জন্য সরকারি তহবিল ডিসেম্বর মাস নাগাদ এলেই বাড়ি তৈরির কাজ পুরসভা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে চায়। তাহলে পরবর্তী বছরেও দ্রুত বরাদ্দ মিলবে। এজন্য পুরসভা সমস্ত দিক থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে।

বজবজে ছাত্র সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ নভেম্বর বজবজ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের মাঠে বজবজ পুরসভা ভুক্ত ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বিগত ১৭ বছর ধরে একটানা ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তের তত্বাবধানে এই ছাত্র সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান আইএনটিটিইউসি নেতা শক্তি মন্ডল, বিধায়ক এবং বজবজের অভিভাবক হিসাবে খ্যাত অশোক দেব, চেয়ারম্যান ফুলু দে, জেলার স্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পূজালি পুর চেয়ারম্যান ফজলুল হক এবং বজবজের অলঙ্কার আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক গণেশ ঘোষ প্রমুখ। শুরুতেই দেখা গেল ছাত্র সম্বর্ধনার মঞ্চ নোট বাতিলের প্রতিবাদে মোদি বিরোধী মঞ্চে পরিণত হল। বর্ষীয়ান নেতা সমীরণ ঘোষ শুরুতেই বলেন মোদি সরকারের হাতে পড়ে পাতে ভাত, আলুও জুটল না। ব্যাঙ্কে টাকা না পাওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করে মোদি সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানান। এরপর সকল বক্তারা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিকেই উচকিত কণ্ঠে উপস্থিত ছাত্রসমাজ ও জনমন্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করেন। কে কত মোদি বিরোধিতায় ‘দড়’ আনবেন এ যেন তার প্রতিযোগিতা। ব্যতিক্রম কেবল গণেশ ঘোষ, তিনি সযত্নে রাজনীতি এড়িয়ে বজবজের প্রাচীন ইতিহাসের কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরেন ও বজবজ যাতে হেরিটেজ শহরের মর্যাদা পায় তার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। গৌতম দাশগুপ্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন।

গোবর্ধনপুর থানার নতুন ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : পাথরপ্রতিমার ইন্দ্রপুরে গোবর্ধনপুর উপকূল থানার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা। উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন ও কাকদ্বীপের এসডিপিও অশেষবিক্রম ঘোষ দস্তিদার। ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর এই উপকূল থানা শুরু হয়েছিল। এতদিন ভাড়া বাড়িতে চলত থানার কাজকর্ম। বুধবার উদ্বোধনের পর সুনীল চৌধুরী বলেন, ‘বঙ্গোপসাগর উপকূলে এই থানা। নানা সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে এই থানাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এই থানার জন্য উন্নতমানের জলযান ও দূর নিয়ন্ত্রিত দূরবীন কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হবে। এই জেলার সমস্ত উপকূল থানার গুরুত্ব ক্রমে বাড়ছে।’ স্থানীয় কে–প্লট ও এল–প্লট পঞ্চায়েত নিয়ে এই থানা এলাকা। বিধায়ক সমীর জানা বলেন, ‘গোটা সুন্দরবন জুড়ে রাস্তাঘাট তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুর্গম এই এলাকায় থানা হওয়ায় মানুষেরও অনেক সুবিধা হবে। কোনও অভিযোগ জানাতে আর পাথরপ্রতিমায় যেতে হবে না। বর্তমানে এখানে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য এই এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে আসার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।’

বেসামাল বিরোধীরা

প্রথম পাতার পর

এখানেই গিয়ার পালটালেন এই চওড়া ছাতির অধিকারী। টেস্ট ঘরানা থেকে সরাসরি টি–২০ তে এসে দুম করে সবাইকে চমকে দিয়ে গত ৮ নভেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে মোদি সাফ জানিয়ে দিলেন ওদিন রাত বারোটার পর থেকে দেশজুড়ে সবরকম পাঁচশো–হাজার টাকার নোট ব্যবহার বাতিল। কালোবাজারীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এই পদক্ষেপে সাময়িক অসুবিধার কথা মাথায় রেখেও দু–হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা। এর জন্য প্রভাবশালী গণমাধ্যমে তুলে ধরা দু–একজনের কষ্টের ‘খন্ডিত চিত্র’ দরকার হয়নি। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরলেই একই কোলাজ চিত্র ফুটে উঠেছে। তা হল দেশের সার্বিক মঙ্গলে মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এখানেই ঝাল লাগল তাদের যারা একরকম আপাদমস্তক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিংবা সেইসব দলের যাদের সঙ্গে দুর্নীতি যেন এক বন্ধনীতে চলে এসেছে। বলাবাহুল্য কিছুদিন ধরেই মোদি সরকারের এই সাধু পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পথে নেমে শোরগোল বাধাতে দেখা যাচ্ছে সেইসব নেতাদেরই। তাদের আমচা–চামচারা কালো টাকার বিরুদ্ধে সরকারি এই অভিযানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভাসমিতি ভরানোর দায়িত্বও নিয়ে নিয়েছেন। আসল ঘটনাটা হচ্ছে পুরনো ৫০০ বা ১০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে জমা করার ডেডলাইন যত সামনে চলে আসছে ততই ভ্রুকুটি বাড়ছে ‘কালাধন’ এ পুষ্ট হওয়া নেতানেত্রীদের। অনেকটা যেন ক্রিকেটের সেই স্লগ ওভারে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। সামনে বড় টার্গেট দেখেও এখানে চালিয়ে খেলা যাচ্ছে না। না হলে যে এই সব টাকার উৎসের সন্ধান দিতে হবে। আর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা করতে না পারলে তো তা অচল আধুলি হয়ে উঠবে। হিসাব–বহির্ভূত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলেও বিশাল খেসারৎ দিয়ে হাতে যেটা থাকবে তা এতটাই যৎসামান্য যে ভুইফোঁড়ের মতো গজিয়ে ওঠা ‘লাইফস্টাইল’টাই মাঠে মারা যাবে। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক কালো টাকার বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদির এই বৈপ্লবিক লড়াইয়ে বিরোধী শিবিরে যারা সামিল তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কতধরণের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেমন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির ঘোরতর অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি তাকে এর জন্য হাজতবাস পর্যন্ত করতে হয়েছে। তাকে যখন কালো টাকা বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় তখন আম জনতা বলতেই পারেন ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়’। শুধু ‘ডাল মে কালা’ নয় জরুর কিছু কালা আছে প্রমাণ করে সারদা কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো দলও এতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গবাসীর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। রাজ্যে সুদীর্ঘ তিনযুগের মতো ক্ষমতায় থাকা এবং দেশজুড়ে যারা নিজেদের বরাবর ব্যতিক্রমী পথে হাঁটার ধ্বজাধারী বলে অভিহিত করে সেই বামেরাও যখন মোদির এই শুদ্ধিকরণ অভিযানের বিরুদ্ধে পথে নামেন তখন এদের প্রতি ধ্যানধারণা আরও খারাপ হয়। ২–জি স্পেকট্রাম, কয়লা কেলেঙ্কারি, তাজ করিডর, হাওলায় অভিযুক্ত, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাহারও এখানে বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। বলা যায় দুর্নীতির ষোলোকণা পূর্ণ করছে অভিযুক্তদের এই পাঁচমিশেলি আন্দোলন। আশার কথা এই যে সাধারণ মানুষ এখন অনেকটাই সচেতন। তারা বিরোধীদের এই ‘তামাশা’ কে আদৌ আমল দিচ্ছেন না।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিজেপির ব্লক ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ নভেম্বর ১৪ দফা দাবি নিয়ে বজবজ–২ ব্লকে ডেপুটেশন দিল ভারতীয় জনতা পার্টির তিনটি মন্ডল কমিটি। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতা রাজীব ঘোষ, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি জয়ন্ত মাঝি, পান্নালাল মন্ডল, জেলার সাধারণ সম্পাদক দীপেন চক্রবর্তী ও সম্পাদক চিত্ত গায়েন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশ ব্যাপী আন্দোলন প্রসঙ্গে এদিনের সভায় বিজেপি নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে দেশের ভালো হবে। সাময়িক কষ্ট হলেও জনগন এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে যতটা আন্দোলন করছেন, তার চেয়েও সারদা ও নারদার কালো টাকা সাদা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। জেলা বিজেপির সম্পাদক চিত্ত গায়েন বলেন, আমাদের ১৪ দফা দাবির মধ্যে ছিল, রাজ্য জুড়ে যে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের বাড়–বাড়ন্ত, তার জন্য প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? ১০০ দিনের কাজে গরিব মানুষ মজুরি পাচ্ছে না কেন? জব কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে কেন? বজবজ–২ নম্বর ব্লকে আর্সেনিক মুক্ত জলের অবৈধ সংযোগ চলছে কেন? জলের মান নিয়ে নিম্নমানের কেন? রেশনে চাল ও গম যাচ্ছে না কেন? দক্ষিণ ডোঙাড়িয়া এলাকায় পিএইই–র জল জমে আছে চাষের জমিতে, নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় চাষ হচ্ছে না। এর প্রতিকার কবে হবে? চিত্ত গায়েন বলেন, বিডিও জ্যোতি প্রকাশ হালদার দাবিগুলি শুনেছেন, তিনি সমস্যা সমাধানের অঞ্চলে দিয়েছেন। আগামী দিনে সমস্যা সমাধান না হলে বিজেপি অঞ্চলে অঞ্চলে গণ–আন্দোলনের ডাক দেবে বলে সভায় দাবি করেন।

সভাপতি বদলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির রাজ্যস্তর থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার দমদম মন্ডল বিজেপিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্যে বহু চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার দমদম মন্ডলের সংগঠন ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য দলের জেলা নেতৃত্ব মন্ডল সভাপতি বদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে সম্প্রতি সভাপতির পদ থেকে কুশকুমার সিং–কে সরিয়ে মন্ডল সভাপতি করা হয় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত অরুণ ভদ্রর পুত্র পার্থ ভদ্রকে। পার্থবাবু কিছুদিন উত্তর শহরতলির জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সংগঠনের কাজে জেলা নেতৃত্ব তাকে মন্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এমনিতে দমদমে বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত। একদিকে রাজ্য নেতা কামেশ্বর তেওয়ারি গোষ্ঠী, অন্যদিকে দমদমের পার্টির অন্যতম নেতা তমাল ঘোষের গোষ্ঠী। এবিষয়ে নব্য সভাপতি পার্থ ভদ্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বলেন, ‘আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে আগ্রহী।’ একই সঙ্গে তিনি দমদম বিজেপিকে সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি আরও জানান ১৯৯০ সাল থেকে তিনি বিজেপি করছেন। বাবার রাজনৈতিক আদর্শেই তিনি অনুপ্রাণিত। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়ে তমাল ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এখানে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। বিষয়টা হল একদল অসহযোগী, আর একদল সহযোগী। অসহযোগীরা সরে গিয়ে বিভিন্নভাবে সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর।’

এদিকে দমদম মন্ডল কার্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল সেটি তালাবন্ধ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বেশ কিছুদিন ধরেই এই অফিসটি বন্ধ হয়ে আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির স্থানীয় কিছু কর্মীরা জানান, কামেশ্বর তেওয়ারি অনুগামী বিগত মন্ডল সভাপতি কুশ কুমার সিংহ কার্যালয়টি বন্ধ করে রেখেছেন। এ বিষয়ে কামেশ্বর তেওয়ারির বক্তব্য, ‘এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ ওটা মন্ডলের বিষয়। আর আমি মন্ডলটা দেখিনা।’ জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টা ঠিক নয়।’ আর মন্ডল কার্যালয়ে তালাবন্ধের প্রসঙ্গে মানসবাবুর বক্তব্য, ‘বিষয়টা আমার অবগতিতে এসেছে। আমি ব্যাপারটা দেখছি।’ অন্যদিকে বিজেপির প্রদেশ পরিষদ সদস্য স্বপন ঘোষ বলেন, ‘একসময় দমদমে বিজেপির ভাল সংগঠন ছিল। অতীতে এখান থেকে দু’বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু দমদমবাসী এক অবাঙালি রাজ্যনেতা শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে দমদমের সংগঠনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কার্যত তিনি এখানে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন। তবে নতুন সভাপতিপদে পার্থ ভদ্র দায়িত্ব পাওয়ার পরে যেভাবে পুরনো কর্মীরা আবার ফিরে আসছেন, তাতে সংগঠন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আশা করছি।’

বিনা হেলমেটের বলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিনা হেলমেটে স্কুলে যাওয়ার পথে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই ভাইবোনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনাটি ঘটে বরাহনগর ডানলপ মোড়ের কাছে অশোকগড় রোডের উপরে। মৃত ছাত্রী সঞ্জনা যাদব এবং অঙ্কিত যাদব স্থানীয় খালসা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে। বাবা বিশ্বনাথ যাদবকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কামারহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাবা বিশ্বনাথ যাদব বাইকে বসিয়ে দুই ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসবার সময় অশোকগড় রোডে একটি লরির ধাক্কার টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলে ওই দুই শিশুর উপর দিয়ে লরিটির পিছনের চাকা চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই দুই শিশু মারা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাইকে সওয়ারি কারোরই মাথায় হেলমেট ছিল না।

আক্রান্তের জবানবন্দি

বাপীলাল দে : হাওড়া বাউরিয়ার বাসিন্দা নির্মলা সিং এর অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়ার ঘটনার বিবরণ নিলেন সেভ ডেমোক্র্যাসি দলের প্রতিনিধিরা। নির্মলা দেবী উলুবেড়িয়া আদালতে বিচারকের কাছে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পরে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নির্মলা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। নির্মলা দেবীও সব রকম জবাবের উত্তর দিয়ে প্রতিনিধিদলকে সাহায্য করেন বলে জানা যায়। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানা যায় মাত্র কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ জারি করে বলে যে অ্যাসিডে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সরকারি তরফ থেকে চিকিৎসা জনিত সবরকমের খরচ পাবেন। এমনকি কম করে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ জারি করেছেন যা বেশির ভাগ ব্যক্তিরাই জানেন না, তাই সুবিধাও পান না বলে জানান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সেই কারণেই আমরা অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে চলে যাই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। যাতে করে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সরকারি সাহায্য পান।

ওয়ার্কশপে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বরেলের সিগন্যাল ওয়ার্ক শপ থেকে বহুদিন যাবৎ বিনা গেট পাস ও বিনা অনুমতিতে মালপত্র পাচার হত তা সকলেই জানতেন। ২২ নভেম্বর বিকালে বিনা গেট পাসে একটি লরি ভর্তি করে মালপত্র নিয়ে কারখানা থেকে বেরনোর সময় হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ কর্মীরা। আরপিএফ এসে গাড়ি সহ চালককে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, কারখানা বন্ধ করার চক্রান্ত করছেন কারখানার আধিকারিক হেমন্ত কুমার। দাবি এই ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে হেমন্ত কুমার এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন তিনি কোনও রকমভাবে কারখানা বন্ধ করার চক্রান্ত করছেন না।

বরানগরে ফুটপাত যন্ত্রণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরাহনগর আপ লাইন দিয়ে সিড়ি বেয়ে তলায় নামলেই রেল ব্রিজের নিচেই দেখা যাবে বিটি রোডের ফুটপাত জুড়ে কি ভাবে তারের গোছা গোছা ডাই হয়ে পড়ে রয়েছে। ফুটপাত দিয়ে হাটা বন্ধ। ফলে বাধ্য হয়েই মানুষ ফুটপাত ছেড়ে ব্যস্ত বিটি রোডে নেমে আসছেন যা অত্যন্ত বিপদজনক। মেট্রো রেলের কাজের জন্য টিন দিয়ে অনেকটা এলাকা ঘিরে দেওয়ায় এমনিতেই এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে এর উপর ফুটপাত যন্ত্রণা। মানুষ নাজেহাল।

সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পাগনার ফলতা থানার অন্তর্গত শিবানীপুর স্বামী বিবেকানন্দ উদ্যানে ২০ নভেম্বর ‘মুক্তকণ্ঠ’ সংস্থার উদ্যোগে শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে একটি সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কবিতা হালদার এই শিবির উদ্বোধন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘অফার’–এর সহযোগিতায় সার্বিক শিশু বিকাশ সপ্তাহ উপলক্ষে এই শিবির আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৫০ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক–অভিভাবিকা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করেন আইনজীবী তপনকান্তি মন্ডল, ফলতা থানার পুলিশ আধিকারিক সুজিত পাল প্রমুখ।

রেলের জমি পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিংয়ে রেলের জমির উপর অবৈধভাবে জবর দখল, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে পরিদর্শন করতে আসেন শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডিআরএম এস কে পান্ডা, ডিসিএস এ কে ঝাঁ সহ রেলওয়ের আধিকারিকরা। রেলের জমির উপর দোতলা–তিনতলা আবাসন দেখে তারা অবাক হয়ে যান। আধিকারিকরা আর পি এফের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন জবর দখল নিয়ে। এমনকি ক্যানিং প্ল্যাটফর্ম ১ ও ২–এ হকারদের জবর দখল নিয়েও রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং স্টেশনে রেলের বুক স্টল, টি স্টল, সাইকেল স্টল হবে। তার জন্য জমিও চিহ্নিতকরণ হয়েছে। এমনকি ক্যানিং ভাঙনখালি নতুন রেল লাইন সম্প্রসারণ, আর একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের বিষয়টিও উঠে আসে। ভারতের তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং ভাঙনখালি নতুন রেল লাইনের শিলান্যাস করেছিলেন। ক্যানিং মাতলা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল। রেলের এই ব্রিজ নির্মাণে নদীর উপরে সব কটি কংক্রিটের ঢালাই স্তম্ভগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। এমনকি ভাঙনখালি প্ল্যাটফর্মের জমি চিহ্নিতকরণও হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর রেলের এই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুন্দরবনবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ক্যানিং–ভাঙনখালি হয়ে ঝড়খালি পর্যন্ত নতুন রেল লাইন সম্প্রসারণের। এদিন ভারতের পূর্ব রেলওয়ের আধিকারিকরা ক্যানিং রেলওয়ের সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে। তারপর তারা একটি বৈঠক করে চলে যান।

অটো সংঘর্ষে মৃত ১

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত মঙ্গলবার ক্যানিংয়ের মাতলা সেতু রোডে সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোর সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় ১ অটো যাত্রীর। জখম হন ৪ জন। মৃত অটো যাত্রীর নাম আনোয়ারা বিবি (৫০) এবং জখম সারিদা পুরকাইত সহ আরও ৩ জন অটো যাত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি অটো চুনখালি থেকে ক্যানিং আসছিল। আর একটি অটো ক্যানিং থেকে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল। এই অটোটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চুনখালির অটোটিকে ধাক্কা মেরে অটো নিয়ে চম্পট দেয়। নিত্য যাত্রীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানায় বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা, ক্যানিং, বারুইপুর, সাতমুখী, হেড়োভাঙা, গোলাবাড়ি তালদি প্রমুখ রোডে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অটোতে অতিরিক্ত যাত্রী চলাচল কছে। অটোর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

ফলতায় শিশু আলয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক প্রাথমিকে পড়ুয়াদের ভিত মজবুত করতে রাজ্য শিশুবান্ধব এক হাজার অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্র 'শিশু আলয়'–এর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শিশু বিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। রবিবার ফলতার বেলসিংহতে এক অনুষ্ঠানের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলোর উদ্বোধন করেন তিনি। ফলতার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, রেজ্জাক মোল্লা, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জাভেদ খান, বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, দীপক হালদার, জেলাশাসক পি বি সেলিম, দফতরের সচিব রোশনি সেন, ইউনিসেফের মিতা গুপ্তা সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের একাধিক আধিকারিক। এই ব্লকের নিমতলাতে একটি শিশু আলয়ের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

গত বছর ২৭ নভেম্বর এ রাজ্যে এক হাজার শিশু আলয়ের উদ্বোধন হয়। এ বছর ওই দিনটিকে সামনে রেখে আরও হাজার কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। আরও ১০ হাজার শিশু আলয়ের কাজ শেষের দিকে। শিশু আলয় সম্পর্কে দফতরের সচিব রোশনি সেন বলেন, '৬ মাস বয়স থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুরা এই কেন্দ্র পড়াশুনোর সুযোগ পাবে। সাধারণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা থাকবে এখানে। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় ৫০টি করে কেন্দ্রে এই সুবিধা থাকবে। এই কেন্দ্রের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিশুদের পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধূলা, ছবি আঁকা, সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। যার ফলে শিশুরা এই কেন্দ্রে আসার আকর্ষণ অনুভব করবে। এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তা করছে ইউনিসেফ।' মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছাতে আমরা বেশি সংখ্যক কেন্দ্রে এই সুবিধা রাখতে চাইছি। মন্তেশ্বরী শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু এ রাজ্যের অনেক অভিভাবকের পক্ষে সেই টাকা খরচের সামর্থ্য নেই। এই কেন্দ্রে মন্তেশ্বরী শিক্ষার সব সুবিধা পাবে। গ্রামের অভাবী পরিবারের শিশুরাও পিছিয়ে পড়বে না। আমাদের রাজ্যের দুই সংশোধনাগারেও এই সুবিধা রাখা হয়েছে বন্দি মায়েদের সঙ্গে থাকা শিশুদের জন্য।'

পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে দেশের বিচার ব্যবস্থা : গিরিশ গুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: শনিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের বিচারকদের জন্য তৈরি নতুন আবাসনের উদ্বোধন করতে এসে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপত গিরিশ গুপ্ত বলেন, পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে দেশের বিচারব্যবস্থা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অরিন্দম সিনহা, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আদালতের বিচারপতি সুরঞ্জন কুন্ডু। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি গিরীশ গুপ্ত বলেন, 'স্বাধীনতার ৬৯ বছর পরও দেশের বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোর যথেষ্ট খামতি থেকে গিয়েছে। জনসংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েকগুন। কিন্তু সেই তুলনায় পরিকাঠামো বেড়েছে নাম মাত্র। এখন পুলিশের জন্য সরকার যেখানে ১০০ টাকা খরচ করে, তখন বিচার ব্যবস্থার জন্য মাত্র ২৫ টাকা খরচ করে। আসলে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলছে। এক্ষেত্রে সরকারকে বিচার ব্যবস্থার উন্নতর জন্য গুরুত্ব দিতে হবে।' এদিন উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটনের কাছে এই আদলতের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একাধিক আর্জি জানান। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এই মহকুমায় আদালত থাকলেও নেই কোনও জেলখানা। যার ফলে জামিন হয়ে যাওয়ার পর জেল থেকে ছাড়া পেতে বিচারপ্রার্থীদের বেশ কয়েকদিন লেগে যায়। পাশাপাশি নবনির্মিত এই আদালত ভবনে আইনজীবী ও ল'ক্লার্কদের বসার কোনও জায়গা নেই। যার ফলে খুব সমস্যায় পড়তে হয় বিচারপ্রার্থী থেকে আইনজীবীদের। সমস্ত আর্জি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন আইনমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে বিচারপতিদের গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। ফেরার পথে ডায়মন্ডহারবারে নির্মীয়মান আদালত ভবনের কাজের অগ্রগতি দেখেন বিচারপতিরা।

মেরিল্যান্ড স্কুলের ২৫ বছরে পদার্পণ

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি ২৫ বছরে পদার্পণ করল হুগলি জেলার চন্দননগরের মেরিল্যান্ড স্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুনন্দা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ১৯৯১ সালে চন্দননগরের কৃষ্ণভামিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের শিক্ষিকা প্রয়াতা সাজি মিশ্রা এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটিতে বর্তমানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন ছাত্র–ছাত্রী পাঠরত। প্রায় ১২ জন শিক্ষিকা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রথাগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি কম্পিউটার, নাচ, গান, শারীরশিক্ষা ইত্যাদি পেশাদারী বিষয়ের ওপরেও ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়। অতি সম্প্রতি এই স্কুলের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে একটি বর্ণময় সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীতমা কুন্ডু পুরোনো দিনের জনপ্রিয় হিন্দি গানের সঙ্গে সিন্থেসাইজার বাজিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী সুচিত্রা মুখার্জীর নৃত্য ও অন্যান্য ছাত্র–ছাত্রীদের সমবেত নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বর্ণময় করে তোলে। প্রধান শিক্ষিকা সুনন্দাদেবী জানান ভবিষ্যতে এই স্কুলে একটি খেলার মাঠ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আরোহন জাতক শুরু পাথরপ্রতিমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : পাথরপ্রতিমা ব্লকের প্রসূতি ও সন্তানদের অপুষ্টি দূর করতে শুরু হল 'আরোহন জাতক' প্রকল্প। বুধবার পাথরপ্রতিমা বিডিও অফিসে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক পি বি সেলিম।

উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা, অতিরিক্ত জেলাশাসক চৈতালী চক্রবর্তী, কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ, স্থানীয় বিডিও শক্তি বড়া। এই ব্লককে মডেল করতে চায় জেলা প্রশাসন। রাজ্য সরকার প্রসূতি ও শিশুদের অপুষ্টি দূর করতে লাগাতার নানান কর্মসূচি নিয়েছে। ২০০৫ সালে এই জেলায় ৮৫০০ জন শিশু অপুষ্টিতে ভুগছিল। সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা যায়, জেলাতে অপুষ্টিতে ভুগছে ২৮০০ জন। এবার অপুষ্টি দূরীকরণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থা 'ঋদ্ধি'কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থা কেরল মহারাষ্ট্রে কাজ করছে। জেলা শাসক বলেন, 'এই জেলায় সুন্দরী প্রকল্পের মধ্যে এই প্রকল্পটিকে যুক্ত করা হয়েছে। অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা প্রসূতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরাই প্রসূতিদের নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করাবেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হলে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও কমবে। পাশাপাশি আরোহন প্রকল্পে এক বছর বয়সী শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগলে দ্রুত চিহ্নিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হবে নিয়মিত।'

মায়ের প্রতি ভালবাসা কি শুধু ছবিতেই!

নিজস্ব প্রতিনিধি: মা ও তার সন্তানের পুষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষে প্রকল্পের অভাব নেই। মনে পড়ে সেদিনকার সেই দিনগুলোর কথা যেদিন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তায় শুরু হয়েছিল সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। যার পোশাকি নাম আইসিডিএস। এলাকার ক্লাবে ক্লাবে আসত বিদেশি দামি শস্যদানা থেকে তেল ও ওষুধপত্র। অভাব ছিলনা কিছুই। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তার মেয়াদ ফুরোতেই আজ পুষ্টি বিলোতে অর্থের চরম সঙ্কট। বঞ্চিত শিশু থেকে গর্ভবতী মায়েরা। শুধু নিয়োজিত কর্মীদের স্বার্থে কোনও রকমে ঠেকা দিয়ে চলছে এই প্রকল্প।

প্রধানমন্ত্রী ছবিতে তার মায়ের জন্য যে ভালবাসা দেখান, মায়ের পুষ্টির বিষয় তাঁর সরকারের চিন্তা ভাবনায় তার কোনও প্রতিফলন তো নেইই বরং ছবি আর বাস্তবে আসমান জমিন ফারাক। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের ৪ (খ) ধারা অনুযায়ী প্রতিটি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের মাতৃত্বকালীন অধিকার হিসেবে ৬০০০ টাকা করে ভাতা পাওয়ার কথা বলা আছে। সেটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন বছরে ১৫,০০০ কোটি টাকার। আইন পাশ হওয়ার তিন বছর পরেও এই প্রকল্পটিকে পাইলট প্রকল্প হিসাবে শুধুমাত্র ৫২ টি জেলাতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর ২০১৬ ও ২০১৭ সালের জন্য সরকার এই খাতে বরাদ্দ করেছে মাত্র চারশো কোটি টাকা। অথচ, অন্যদিকে আম্বানি, আদানি, টাটা ও বিড়লার মতো অতিধনী লোকেদের জন্য সরকার বছরে প্রায় ছয় লক্ষ কোটি টাকার কর ছাড় দেয়।

বঞ্চিত মায়েরা নিজেদের কথা জানালেন কলকাতা প্রেস ক্লাবে

সাধ হওয়ার তিন বছর পর!

গর্ভবতী মাকে গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন পুষ্টি যুক্ত খাবার দেওয়ার প্রথাকে বাঙালি নিয়মে সাধ দেওয়া বলে গণ্য করা হয়। মা মাটি মানুষের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শিশু জন্ম দেওয়ার তিন বছর পর মাকে এই পুষ্টি যুক্ত খাবার দেওয়া হবে। তাই তো দেখি ইন্দিরা গান্ধি মাতৃত্ব সহযোগ যোজনার পাইলট জেলা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের যে দুটি জেলাকে (বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি) ধরা হয়েছিল সেখানে মাতৃত্বকালীন ভাতার ৬০০০ টাকা তো দূরে থাক সরকার সেখানে ৪ জুন ২০১৩ সালের রেজিস্টার হওয়া মায়েদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে মাত্র ৪০০০ টাকা এখন দিচ্ছে। শুধুমাত্র ৪% কর্মরত নারীদের জন্য এই মাতৃত্বকালীন সুবিধা রয়েছে। সম্প্রতি মেটারনিটি বেনেফিট আইন ১৯৬১ রাজ্যসভায় সংশোধন করে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ৪% মায়েদের ২৬ সপ্তাহের সবেতন ছুটি ও বাচ্চার দেখাশুনার জন্য ক্রেসের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ৯৬% মায়েরা বঞ্চিতই থেকে গেল। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় সরকারের কাজে আর পরিকল্পনায় কোনও মিল নেই। রাজনৈতিক দলের কাছে গালভরা আশ্বাস আর ভোটের অঙ্ক মায়েদের প্রকৃত পুষ্টির চেয়ে অনেক লোভনীয়। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

বেআব্রু হচ্ছে পাচারের স্বর্গরাজ্য

প্রথম পাতার পর

যাতে এলাকার বাসিন্দাদের কোনও সন্দেহ না জাগে সেজন্য একসঙ্গে তিনটি শিশুকে বহন করার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে বড় ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। অন্যদিকে বুধবার চাঁদপালা গ্রামের বাসিন্দা উজ্জ্বল কয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারী অফিসারেরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গ্রামের পাশের খালে মাছ ধরার জন্য জাল পেতে ফেরার পথে উজ্জ্বল প্রথম শিশুর কান্না শুনতে পান। তারপর গ্রামের ভেতর থেকে জাহিদা বিবি ও হাফিজা বিবিকে ডেকে আনেন। এরপর তাদের চিৎকারে গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দারাও খাল পাড়ে হাজির হয়। ততক্ষণে উজ্জ্বল, জাহিদা ও হাফিজা গাছের গায়ে ঝোলানো চাদরের দোলনা থেকে শিশুদের উদ্ধার করে। বাড়িতে এনে দুই বধূ শিশুদের শুশ্রূষা শুরু করেন। তাঁদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের গরম জামা ও চাদর শিশুদের গায়ে চাপিয়ে দেন। এদিন প্রত্যক্ষদর্শী উজ্জ্বল কয়াল জানান, 'ঠান্ডার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে এই শিশুগুলোকে প্রথম দেখার পর খুব কষ্ট হচ্ছিল। মানুষ এত হৃদয়হীন হয়ে শিশুপ্রাণগুলোকে নিয়ে যে ব্যবসা করতে পারে, তা ভাবতেও অবাক লাগছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পাচারকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।' রাত বাড়তেই শিশু উদ্ধারের খবরে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ খবর পেয়ে ফলতা থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা গ্রামে গিয়ে দুটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে গভীর রাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালের সুপার ডাঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিশুদের বয়স ৩ থেকে ৬ মাসে মধ্যে। ওজন ৪ থেকে ৫ কিলোর মধ্যে। প্রত্যেকেই সুস্থ আছে। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, ফলতার সহরার হাট ও মল্লিকপুরের বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিকবার শিশু বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। তবে মঙ্গলবার রাতে এই তিন শিশুকে ফেলে যাওয়ার ঘটনায় এলাকার নার্সিংহোমই জড়িয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। ফলে পুলিশ এলাকার নার্সিংহোম থেকে গাইনো চিকিৎসক, শিশু চিকিৎসক ও হাতুড়ে চিকিৎসকদের উপর কড়া নজর রেখেছে। গোটা রাজ্য জুড়ে শিশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সিআইডি–র লাগাতার তল্লাশি অভিযান ও গ্রেপ্তারি এড়াতে এই তিন শিশুকে রাতের অন্ধকারে খোলা আকাশের নিচে ফেলে গিয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। অন্যদিকে শিশু পাচারকান্ড প্রকাশ্যে আসার পর জোকার গ্রিন পার্কের মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাসের সেক্রেটারি বিমল অধিকারি ও কো–অর্ডিনেটার বাসন্তী চক্রবর্তীর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পরই অলিখিতভাবে রাখা শিশুগুলোকে তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এখন সেই সমস্ত শিশুগুলোকেই যেখানে সেখানে ফেলে যাচ্ছে বলে সকলের ধারণা। কারণ, দোস্তিপুরের ওই হোম থেকে চাঁদপালা গ্রামের দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। হোমের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।' জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

নারী পাচার চক্রের মূল পান্ডা ধৃত

প্রথম পাতার পর

এদিকে জেলা পুলিশ তদন্তে নেমে এই পাচার চক্রের মূল পান্ডা সোনারপুর থানার চন্ডীতলার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ হালদার ও তার স্ত্রী পায়েল হারদারকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের খুশিনগর জেলা থেকে রাবিয়া লস্করকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতদের ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে মূল পান্ডা বিশ্বজিৎ হালদার ও তার স্ত্রী পায়েল হালদার অরকেস্ট্রা ও ভোজপুরি ড্যান্সের জন্য প্রোগ্রাম ধরতো। আর এই প্রোগ্রামের নাম করে গরিব মেয়েদের পাচারের শিকার বানাতো তারা। এ ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত চলছে।

বাঘের আক্রমণে মৃতের পরিবারকে কম্বল বিতরণ

স্থান : ঝড়খালী (সুন্দরবন), দক্ষিণ ২৪ পরগনা
তারিখ : ১১ ডিসেম্বর ২০১৬
উদ্যোগ : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি
সামালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ব্যবস্থাপনায় : চম্পা মহিলা সোসাইটি
শিবগঞ্জ, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

রোমহর্ষক সব অপরাধের তদন্ত কাহিনীর অভিজ্ঞতা ও বিপদ থেকে বাঁচবার টিপস এবার আলিপুর বার্তায়

কলম ধরেছেন অপরাধীদের ত্রাস প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য্য

শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

হ্যালো অরিন্দম বলছি

আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি সংখ্যায়

পড়ুন ও সচেতন হোন

মাঙ্গলিকী

ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের জমজমাট আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ই অক্টোবর কলেজ স্ট্রিটের সুভাষ লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হল উপরোক্তসংগঠনের১৫৩০৩তম সভা!!... (১৯৬৮তে পথ চলা শুরু সংগঠনটির)। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন সংগঠনটির দুই 'তরুণ প্রাণ' ৮০–র কোঠায় কবে পৌঁছে যাওয়া শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র ও নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কে...

আসরে কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪১। এদিন ছিল মূলতঃ আফ্রিকার বিপ্লবী কবি বেঞ্জামিন মোলায়েসের স্মরণসভা। এই পর্য্যায়ে ঋষিণ মিত্র বেঞ্জামিনের বিস্তৃত কাহিনী শোনান। বলেন, বেঞ্জামিনকে নিয়ে আর কোনও সংগঠন কোনও সভা করে কিনা তা তাঁর জানা নেই। অথচ করা উচিৎ।

কারণ বেঞ্জামিন ছিলেন পৃথিবীর দেশে দেশে অত্যাচারি শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের দৃপ্ত 'কণ্ঠস্বর'। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রী মিত্র আরও বলেন, খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়, নেলসন ম্যান্ডেলা যখন কলকাতায় আসেন (১৯৯০), তখন রঞ্জি স্টেডিয়ামে যখন তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তখন তিনি বেঞ্জামিনের নাম একবারও উচ্চারণ করেননি (শ্রদ্ধেয় শ্রী মিত্রে ভাষণে এই প্রতিবেদকের মনে হয় কারণটি ছিল যা তা হল বেঞ্জামিন ছিলেন দেশে দেশে অত্যাচারি শাসকের বিরুদ্ধে সশ্রস্ত বিপ্লবের পক্ষে সোচ্চার; নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন গান্ধিবাদী অহিংস আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক, যার মাধ্যমেই তিনি কিন্তু তাঁর দেশকে স্বাধীন করেছেন, সুদীর্ঘকাল কারাগারে হাড়ভাঙা খাটুনিও সহ্য করেছেন)। এছাড়া শ্রী মিত্র বেঞ্জামিনকে নিয়ে কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা শুনিয়েছেন... সংগঠনের অপর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রী নিত্যানন্দ দাস পাঠ করলেন বেঞ্জামিনকে নিয়ে লেখা প্রয়াত জ্যোতি ঘোষের কবিতা। এছাড়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এই কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, যখন দুর্গা পূজার সময় সারা শহর জুড়ে চলছে মন্ডপে মন্ডপে আলোর রোশনাই, গান বাজনা ও নাচের ধূম ধাড়াক্কা, তখন মন্ডপের আলোক বর্তিকার বাইরে বসে আছে অজস্র অর্ধ উলঙ্গ, অভুক্ত পুরুষ ও নারি, তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশুরা— এ কোন উৎসব? সমাজের ভাবনা পাল্টাতে হবে, না হলে কিছুই হবে না (অতি রুঢ় সত্য কথাই বলেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী দাস— বেঞ্জামিনের স্মরণ সভা হোক, তবে আজকের সমাজের কথাও সমানভাবে উচ্চারণ করতে হবে ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের মতন সব সংগঠনকে এ কথাই কিন্তু 'আলিপুর বার্তা' সব সময়ে বলে আসছে— ইতিহাসকে মাথায় রেখেই আজকের সমাজের কথাও বলতে হবে, তার জন্যে কাজ করতে হবে, কবি লেখকরাও তাতে থাকবেন)।

এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন ধনঞ্জয় সিংহ ('কবির মৃত্যু নেই')। শ্রীময়ী চক্রবর্তী ('আজও পোড়েনি')। দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ('জননী'), রীতা দত্ত ('অনেকদিন পর'), শৈলেন দত্ত (অনু কবিতা) প্রমুখ। পীযূষকান্তি সেনগুপ্তের আবৃত্তি (তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতার অসিত সরকারের করা বাংলা অনুবাদ) এককথায় ছিল অনবদ্য।

এদিন যাঁরা গানে গানে আসরকে উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন কবিকান্ত মন্ডল, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত দে, কল্পনা সেনগুপ্ত (স্বরচিত, স্বসুরাপিত), সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ। এদিন যাঁদের আরও বিবিধ কবিতা পাঠ ভালো লাগলো তাঁরা হলেন শৈলেন দত্ত (ঋষিণ মিত্রর কবিতা), করবী গুপ্ত (ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ও অমর ভট্টাচার্য্যের কবিতা), স্বপন দত্ত (মধু ভট্টাচার্য্যের কবিতা) প্রমুখ।

সব শেষে বিশেষ অভিনন্দন বরিষ্ঠ কবি শৈলেন দত্ত মহাশয়কে— সভার প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি সভা যাতে ঠিক ঠিক চলে (সকলকে চা–বিস্কুটের মাধ্যমে আপ্যায়ণকে মাথায় রেখে), সেই কাজ তিনি অতি আন্তরিকভাবে করে যান— এই ধরনের মানুষ বাংলার লিটল ম্যাগাজিন জগতে খুবই কম দেখতে পান এই প্রতিবেদক...

শব্দের ঝংকারের উষ্ণ ঘরোয়া বিজয়ার আসর (কিছু বেদনাও!)

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ অক্টোবর ঘরোয়া পরিবেশেঅনুষ্ঠিতহলসালকিয়াথেকেপ্রকাশিতসুখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা শব্দের ঝংকারের বিজয়ার আসর। ছোট্ট ঘরে ২৫ জনেরও বেশি কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর আসরে যোগদানে আসর হয়ে ওঠে হৃদয়ের উষ্ণতায় উষ্ণ (পরে অবশ্য এই 'উষ্ণতা' অন্য 'উষ্ণতা'–য় পরিবর্তিত হয়— তবে সে কথায় পরে আসা যাবে!)

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র। 'নবউদ্দীপন' পত্রিকার সম্পাদক। বরিষ্ঠ কবি, সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস তাঁর ভাষণে বললেন রামচন্দ্রের অকাল বোধনের কিছু কাহিনী, অশুভকে নাশ করার উৎসবই হল 'বিজয়া'। এইজন্যই 'কোলাকুলি', পরস্পরকে 'মিষ্টি মুখ' করানো। আমাদের সকল সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই আমরা যেন 'শুভ শক্তি' কে সাথে রাখি। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন বললেন, ২৩ অক্টোবর হল কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক শামশুল রহমানের জন্মদিন। আজ আবার 'কেউ কথা রাখে নি' কবির চলে যাওয়ার দিন। 'নারীর অধিকার'–এর দিনটি হল আজ। যা ১৯৫৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়। এছাড়া দুর্গা পুজোর পটভূমিকায় তিনি আরও বক্তব্য রাখেন।

এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন ভীম ঘোষ ('সমুদ্র'), নীপা চক্রবর্তী ('নারী' অতি হৃদয়স্পর্শী; পাঠও ভালো), ঝুনু ভৌমিক ('অরণ্যে বসন্ত এসেছে— অনবদ্য রোমান্টিজম সংস্পৃক্ত স্মৃতিমেদুর কবিতা), বিভু মুখোপাধ্যায় ('সুবর্ণরেখা', কবিতা পড়ার আগে শব্দের ঝংকারের আসরের প্রশংসা করলেন, রাজনীতি সংস্পৃক্ত 'ভাষণ'ও দিলেন, এসবের কি কিছু প্রয়োজন ছিল?) মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায় ('কোলাকুলি' স্মৃতিমেদুর হৃদয় ছোয়া রচনা), তরুণ কবি দুর্জয় বিশ্বাস (দুর্জয় সাহস দেখালেন 'কবিতার নাম নেই' বলে, যদিও দুটি কবিতাই ভালো রচনা) প্রমুখ। তরুণী শুভনীতা সাহার মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কন্যাশ্রম' পাঠ ভাল প্রয়াস ছিল।

রিক্তা দাসের কবিতা 'পূজা' পাঠ করলেন তাঁর স্বামী পরিতোষ দাস ('আমরা দুজনা স্বর্গ সুষমা!'...) প্রথম দিকে পরিবেশিত ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর রবীন্দ্র সঙ্গীত 'প্রতিদিন পাবো পাশে' খুবই ভাল লাগলো। তাঁর পরিবেশিত সমাপ্তি গান ছিল 'অঞ্জলি লহ মোর'— তবে আসরের শেষের দিকে যা ঘটল তাতে বোধহয় 'অঞ্জলি' ঠিক দেওয়া হল না— এবার সেই কথাতেই আসি। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস যখন শোনাচ্ছিলেন 'আমার হিয়ার মাঝে', তখন আসরের এদিকে ওদিকে বসে নিজেদের মধ্য নিম্নস্বরে কয়েকজন 'কথোপকথন' চালাচ্ছিলেন; সঞ্চালক ডঃ বর্ধন শ্যামল বাবুকে গান থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আর গাইতে হবে না'— সত্যি যখন একজন গান/কবিতা/গল্প শোনাচ্ছেন। তখন সভায় উপস্থিত কিছু মানুষ কেন যে অমনোযোগী হন তা বোঝা যায় না। (তবে এটাই বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিনের আসরে কম–বেশি দেখা যায়)। ডঃ বর্ধনের ক্ষোভ প্রকাশ করা ঠিকই ছিল। তবে অনেকেই এরপরে সঞ্চালককে অনুরোধ করেন শ্যামল বিশ্বাস আবার গান। প্রথম থেকে শুরু করুন। কিন্তু সঞ্চালক 'অনড়' রইলেন— শুরু হয়ে গেল ঘটনাটি ঘিরে সভায় বাগবিতন্ডা, সভার 'আহ্বায়ক' নিজেও জড়ালেন তাতে; ফলে 'মলিন হল আসর'...

এই বিষয়টি নিয়ে পরে ভালো বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রাখলেন সঞ্জীব চৌধুরী; আরও বললেন, ইদানিং বহু কবিতা লেখা হচ্ছে যার সঙ্গে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতের কোনও সম্পর্ক নেই। সকলকে পরের লেখাও শুনতে হবে, পড়তে হবে ('ভিতর থেকে বাইরে দাঁড়া')। এই কারণেই অনেকের রচনা পথ হারিয়ে ফেলছে— পরিস্কার নাম উচ্চারণ করে বললেন যেমন সমীর বেতাল আজ যে তাঁর কবিতা পড়লেন তা কিছুই তিনি বুঝলেন না... পত্রিকার সহ সম্পাদক স্বপন পাল এদিন সভার কাজে নিঃশব্দে কিছু কাজ করে গেলেন, কোনও পাঠ শোনালেন না...

আসর শুরু হয়েছিল 'হৃদয়ের উষ্ণতায়' শেষ হল 'মাথার উষ্ণতায়'— 'সব ভালো তার শেষ ভালো যার', সেটা হল কি?

অভিনব দুর্গা আরাধনা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বিদ্যালয়ে সাধারণত সরস্বতীদেবীর আরাধনা করা হয়। কিন্তু, কোনও এক মানবীকে দুর্গারূপে উপাসনা করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এই শারদীয়ায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার অন্তর্গত কর্ণনগর গ্রামের ছোট একটি শিক্ষালয়, নাম প্রণবানন্দ বিদ্যায়তন। ওই প্রতিষ্ঠানে শারদীয়ার দুর্গা ষষ্ঠীতে শ্রীশ্রীকনক মায়ের আরাধনা করা হয় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা রূপে, তাও আবার শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উদ্গীত ভজন গেয়ে। প্রতিটি তিথিতে পৃথক পৃথক ভজন গাওয়া হয়। ভারতসেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এই শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯১ সালে। আশেপাশের ২/৩

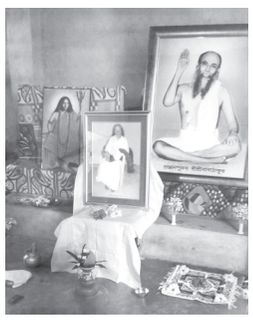

কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই বলে গ্রামের শিশুরা বিশেষ উপকৃত। আপাতত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এখানে। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪২০।

শ্রীশ্রীকনকমাতাজী ট্রাস্টের সহযোগিতায় এখানে মিডডে মিলের ব্যবস্থা হয় ২০১১ সাল থেকে। ২০১৫ সালে এই ট্রাস্টই আবার বিদ্যালয়ের জলপ্রকল্পের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও দুটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রও পরিচালিত হয় এই ট্রাস্টের মাধ্যমে, একটি মাতলা নদীর তীরবর্তী বুধোখালি গ্রামে অন্যটি কর্ণনগরে। বিদ্যালয়ের মন্দিরে যেখানে পুজোটা হয় সেখানে স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীকনকমায়ের প্রতিকৃতি ছাড়াও দেখতে পাওয়া গেল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রতিকৃতি। এই বিদ্যায়তনের দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীশ্রীকনকমা দুর্গতিনাশিনী রূপে এই শিক্ষালয়ের সাহায্য করে চলেছেন বলেই শারদীয়ায় শ্রীশ্রীকনকমা দুর্গা রূপে পূজিতা হন ২০১৩ সাল থেকে।

চিত্রনিভা চৌধুরীর চিত্র প্রদর্শনী

শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরীর একশো তিন বছর (১৯১৩–১৯৯৯) উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁর কাজ নিয়ে একাডেলি অফ ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ গ্যালারিতে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। চিত্রনিভার আসল নাম ছিল নিভাননী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন নামকরণ করেন চিত্রনিভা। তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে ছাত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষক হিসাবে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিংকর বেইজের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি কলাভবনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। নন্দলাল বসুর প্রত্যক্ষ প্রভাব এই শিল্পীর কাজে দেখা যায়। তাঁর কাজে চিনা এবং জাপানী ছবিরও প্রভাব দেখা যায়। তাঁর কাজে ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি এঁকেছেন গাছের ছায়ায় বাড়ি, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, হনুমানের ছবি। এছাড়া তিনি একসময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচুর প্রতিকৃতি এঁকেছেন পেনসিলে।

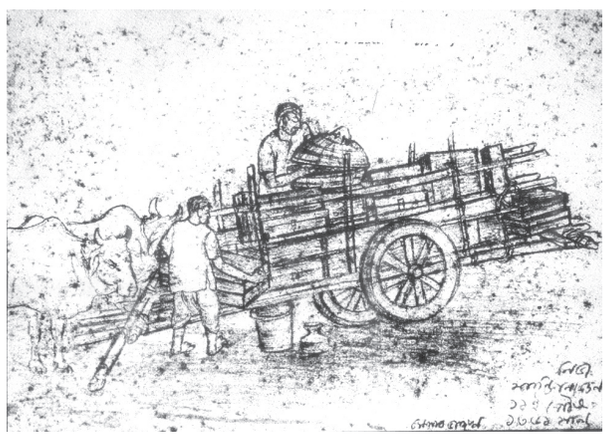

এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদবিহারী, প্রতিমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেন, বাসন্তী দেবী, বিনোবা গবে, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহেরুর ছবিও আছে। কলাভবনে সেই সময় সেলাই শেখানো হত। এই বিষয়েও তার কাজ রয়েছে। শান্তিনিকেতন নিয়ে তিনি অসংখ্য কাজ করেছেন। মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন জলরঙ এবং প্যাস্টেল। এই ধরনের ছবি এখন খুব অল্প সংখ্যক শিল্পীই করে থাকেন তাই স্বভাবতই তাঁর ছবিগুলি দর্শকমনে সাড়া ফেলেছে। তাঁর এইসব ছবিগুলি যদি কোন সংগ্রহশালায় রাখা যায় যাতে করে উৎসাহি শিল্পপ্রেমীরা সহজেই সেগুলি দেখতে পায় তাহলে খুবই ভাল হয়।

শ্যামাপদর নৌকোর ডাক

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

আগামীকাল বাড়ি যাব। খুব সকাল সকাল আমি বেরিয়ে পড়ব। শুতে যাওয়ার আগে শ্যামাপদবাবুকে জানালাম।

– কেন, আপনার কি সব কাজ হয়ে গেছে?

– না, তা নয়। অনেক কাজ হয়েছে। অনেক বাকিও আছে। সব তো একসঙ্গে করা যাবে না।

– এসেছেন যখন, যতটা পারেন করে নিন। আবার কবে আসবেন তার ঠিক নেই।

– দরকারে ঠিক আসব, কাল

সকালে বেরিয়ে পড়ি। কলকাতায় ফিরে কয়েকটা জরুরি কাজ করতে হবে।

– ঠিক আছে। তবে না খেয়ে বেরোতে হবে না। বৌমা সকালে এক মুঠো ভাত করে দেবে, খেয়ে যাবেন।

বৌমা কাছেই ছিল। বলল, কাকু, আমি খুব সকালে রান্না করব। দুটো খেয়ে তবেই বেরুবেন।। বাড়ি পৌঁছতে তো সাত–আট ঘন্টা সময় লাগবে। শ্যামাপদবাবু বললেন, কাকু এবারে শুয়ে পড়ুন, সারাদিন তো ঘুরেছেন। আমার সঙ্গে কাল আর দেখা হবে না। সজনেখালি অফিসে যাব, খুব সকালে বেরুতে হবে।

– আমিও একসঙ্গে বেরুবো।

– না না, খেয়ে পরে বেরুবেন। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আর কথা না বাড়িয়ে ঘুমোতে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বৌমা জোর কদমে রান্না শুরু করেছে। আমি বৌমাকে ডেকে বললাম, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। খেয়েই যখন যাব, আমি ক্যামেরাটা নিয়ে স্লুইসগেটের কাছে যে ক'ঘর মৌলেদের বাড়ি আছে, সেখান থেকে ঘুরে আসি।

– ঠিক আছে। চা করেছি, খেয়েই যান।

– চারটে বিস্কুট কেন?

– আপনি তো বলেছিলেন, সকাল থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছ'রকম ওষুধ খেতে হয়। সকালে কি খালি পেটে ওষুধ খাবেন?

চা বিস্কুট খেয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এদের বাড়ির পিছন দিয়ে চলে গেছে গোমর নদী। সেই নদীর বাঁধ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পুবদিকে চলেছি। মিনিট দশেক হাঁটার পর আমার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলাম। এখানে বিশ–বাইশ ঘর মানুষের বাস। এঁরা আইলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁধের গা ঘেঁসে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে কোনও রকমে জীবনযাপন করছেন। মাছ–কাঁকড়া ধরে চলত, এখন অনেকেই মধু ভাঙতেও যান। আমি কিছু ফটো তুললাম। অনেকের সঙ্গে কথা বললাম। বিশেষ করে বয়স্কদের সঙ্গে। অনেকেই জানতে চাইলেন কোথা থেকে এসেছি, কার কাছে এসেছি, কেন এসেছি ইত্যাদি।

আমি সবাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। তাঁরাও আমার সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। শ্যামাপদবাবুকে সবাই চেনেন। এখানকার অনেকেই শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে এবং মধু ভাঙতে যান।

আর দেরি না করে বাড়ি ফিরলাম। বৌমা বলল, চান করে নিন। রান্না হয়ে গেছে। পুকুরঘাটে চাতালের ওপর বালতি ও ঘড়ায় কলের জল । চান করবেন। পুকুরে নামবেন না। আমি বললাম, বৌমা, এটা কী দরকার ছিল? বৌমার উত্তর হল, আপনাদের পুকুরে চান করার অভ্যেস নেই। তাছাড়া পুকুরের জলটাও ভাল নয়।

খেতে বসে দেখলাম ভাতের সঙ্গে কাঁকড়ার তরকারি। মাঝারি–সাইজের দুটো কাঁকড়া ও তাদের মোটা মোটা দাড়া। বললাম, এতটা খাওয়া যাবে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম বাড়িতে কেউ কাঁকড়া খায় না। তাই কাঁকড়া রান্নাই হয় না। বৌমার খাওয়া বারণ। এলার্জির জন্য। শ্যামাপদবাবু গুণিনের কাজ করেন। তাই নৌকোতে থাকাকালীন কাঁকড়া খান না। বাড়িতেও খান না। বাড়িতে কাঁকড়া রান্না হলে, ছোঁয়াছুঁয়িও এড়িয়ে চলেন। বনবিবি মুসলিম। মুসলিমদের কাঁকড়া খাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শ্যামাপদবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস জঙ্গলের মধ্যে বনবিবি তাঁদের রক্ষা করেন। তাই, তাঁর যেটা অপছন্দ সেটা তিনি কিছুতেই করবেন না। না ঘরে, না বাইরে।

শ্যামাপদবাবু জঙ্গলে গেলে একাই তিনটে ভূমিকা পালন করেন। তিনি মাঝি, গুণিন, এবং সাজনদার। তাই তিনি সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন। শ্যামাপদবাবু বলছিলেন, তাঁকে সব সময় শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। সে কারণে তাঁরা অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পান। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে ইষ্ট দেবদেবী (দক্ষিণ রায়, কাষ্ঠদেবী ও বনবিবি) তাঁকে সংকেত পাঠান। আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেন।

সেই হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করলে বিপদ অনিবার্য। আমি শ্যামাপদবাবুর কাছে জানতে চাইলাম,আপনি কীভাবে সংকেত বা হুঁশিয়ারি পান একটু বুঝিয়ে বলুন।

– যেমন ধরুন নৌকো নিয়ে মহালে যাচ্ছি, যদি কোনও বিপদের সম্ভাবনা থাকে নৌকো আমাদের জানিয়ে দেবে।

– কীভাবে জানাবে?

– নৌকো ডাকবে। অর্থাৎ জোরে জোরে শব্দ করবে। আমরা তখন বুঝতে পারব যে, আমাদের সাবধান হতে হবে।

– নৌকোতে থাকলে আমিও কি সে ডাক শুনতে পাব?

– নিশ্চই পাবেন। জোরে জোরে শব্দ হবে। হয়ত ভয়ও পাবেন।

কিন্তু কেন এ শব্দ হচ্ছে বুঝতে পারবেন না। আমরা পারব।

– আপনারা কেমন করে পারবেন একটু বুঝিয়ে বলুন?

– নৌকো যখন ডাকে অর্থাৎ শব্দ করে, সেই শব্দটা ডোরা থেকে

সুন্দরবনের ডায়েরি

ওঠে। ডোরা হল নৌকোর খোলের ঠিক মাঝখানটা। নৌকোর মাথার দিকটা সরু, তাকে বলে গলুই। পিছনের দিকটা একটু চওড়া, সেটা হল পাছা। শব্দটা যদি নৌকোর পাছার দিকে আসে, তখন আমাদের সামনের দিকে যেতে হবে। আবার ঐ শব্দটা যদি গলুই–এর দিকে যায়, তাহলে আমাদের পেছনের দিকে যেতে হবে। এই হুঁশিয়ারিকে অবজ্ঞা করলে আমাদের বিপদ।

শ্যামাপদবাবু একটা ঘটনার কথা শোনালেন। একবার তাঁদের দলের একজন তাঁকে না জানিয়ে জঙ্গলে মদের বোতল নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন মিলে রাতে সেটা খেয়েছে। পরের দিন সকালে ছটায় গিয়ে শ্যামাপদবাবু সেটা জানতে পারেন।

তিনি কাউকে কিছু বলেননি। মনে মনে মা বনবিবির কাছে কান্নাকাটি করলেন। বললেন,'মা,তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। আর হবে না।'

তখন দুপুর বারোটা–একটা হবে। ভরা জোয়ার (ভরানি)। শ্যামাপদবাবুর দলের একজনের সঙ্গে খাঁড়ির কাছে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে আছেন। বাকিরা পিছনে। দুপুরের ভাত খেতে সাঁতার কেটে নৌকোয় যেতে হবে। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ল একটা বিশাল সাপ, উরুতের মতো মোটা। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁদের দিকে আসছে। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর সাপটা তাঁদের পাশ দিয়ে সাঁই সাঁই করে নৌকোর দিকে চলে গেল। বাকীরা আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল। সাপটাকে কেউ দেখতে পেল না।

নৌকোয় খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস মেলেনি। পরে দেখা গেল শ্যামাপদবাবুর বিছানার তলায় গোল হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ তার ওপর চাকা চাকা কলো দাগ। তার মাথায় ত্রিশুল আঁকা। শ্যামাপদবাবু বললেন, 'আনেক সাধ্য সাধনা করায় শেষে চলে গেল। সেদিন মা আমাদের রক্ষে করেছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নৌকোয় ওসব নিয়ে কখনও উঠতে দিইনি।' (সাক্ষাৎকার নভেম্বর ১০ ও ২১, ২০১৬)

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

স্বপ্নের নীরবতা

(আরতি দে–র কাব্য গ্রন্থ/সারঙ্গী প্রকাশনী, হাওড়া–711 410/মূল্য – ৫০ টাকা) এটি কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। প্রায় ষাট–টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। মূল্যবোধহীনতা, অমানবিক দমন–পীড়ায় ক্লিষ্ট মানুষের নিত্য যন্ত্রণার বেদনা কবির কলমে বারে বারে উঠে এসেছে। শব্দ–চয়নে কবি অনেক পরিণত। দগ্ধ আগুনে দগ্ধ, জীবন থেকে নেওয়া, যমজ লাশ, শেষপ্রান্তে, সজাগ স্বপ্ন ইত্যাদি কবিতায় বেদনার কথা ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষার শহীদদের উদ্দেশ্যেও কয়েকটি কবিতা রয়েছে। চার লাইনের কিছু কবিতাগুচ্ছ বেশ উজ্জ্বল। স্বপ্নের নীরবতা, উচ্ছলিত তরঙ্গ ও হাতে রাখো হাত কবিতা ত্রয়ী বোধহয় এই গ্রন্থের সর্বোজ্জ্বল রত্ন।

আমার ভুবন

(সুজিত সরকারের কাব্য গ্রন্থ স্মিতা প্রকাশনী, রিজেন্ট কলোনী, কল–৪০/মূল্য ১৫০ টাঃ) – কবির এটি দ্বিতীয় কাব্য সংকলন। প্রায় সত্তরটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবির বিচরণে প্রকৃতি, সাধারণ মানুষের জীবন–কথা ও রোমান্টিক অনুভূতি উঠে এসেছে। প্রেম এবং আরও স্পষ্ট করি বলা ভালো নারীর প্রতি অফুরাণ প্রেমের কথা মেলে ধরেছেন চেতনায় নীল, ভেসে যাই, স্বপ্নের সমাধি, নীলাম্বরী, ছত্রিশ ছাব্বিশ ছত্রিশ ইত্যাদি অনেক কবিতায়। উদাসী হাওয়া, এক টুকরো ছবি, ত্রিপুরা সুন্দরী ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। প্রতিবাদী মনের প্রকাশ করেছেন চলো পাল্টাই, ত্রিকাল দর্শন, হুমকি–র মত বেশ কয়েকটি কবিতায়। তবে কিছু কিছু বানান ভুল (নাকি বিভ্রান্তি) দৃষ্টিকটু (নীলাম্বরী হয়েছে নিলাম্বরী, রাণী হয়েছে রানি)। অসহায় কবিতাটি এই সংকলনে একটু যেন বেমানান ঠেকল। প্রচ্ছদ–চিত্রে আরও একটু ভাবনার অবকাশ ছিল। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। তবে বইটির দাম (দেড়শ টাকা) একটু বুঝি উঁচু তারে বাঁধা!

ভয়ংকর সব ৫১টি ভূতের গল্প

(প্রবীর জানার গল্প–সংকলন/রেণু প্রকাশনী, কলকাতা–১২/মূল্য ১৫০ টাঃ) সুপরিচিত লেখক/কবি প্রবীর জানার গতায়াত সাহিত্যের বিবিধ অলিন্দে। বিভিন্ন সময়ে রচিত ভৌতিক কাহিনী থেকে একান্ন–টি গল্প (৫১ সংখ্যাটি কি সতীর ৫১ পীঠ–এর স্মরণে!) বেছে নেওয়া হয়েছে। পাঠকেরা ভয়–টয় পাবেন তবে পাঠ শুরুর আগেই পাঠকেরা মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন যে ওঁরা ভুতের গপ্পো পড়তে চলেছেন, ফলে কোথায় যেন রহস্যময়তা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। গল্পের সাথে সাথে রেখা–চিত্র গুলিও যথাযথ, ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ সুন্দর।

কবিতায় স্বপ্নতরী

(রূপালী বিশ্বাসের কবিতার বই / খাস সমাচার প্রকাশনী / মূল্য ৪০ টাকা) মন ক্যামেরা পত্রিকার সম্পাদিকা–র এটি তৃতীয় গ্রন্থ। মোট ৩৭টি কবিতা এই সংকলনে রয়েছে। নানা স্বাদের কবিতা রয়েছে – প্রকৃতি, প্রিয়জন, মানবিক আবেদন নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে কবির কলমে। সব মিলিয়ে মানবাত্মার প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে । কবিতার পংক্তি বিন্যাস ও শব্দ চয়নে বেশ বিশৃঙ্খলা, কোথাও কোথাও প্রাচীন রীতির শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে। আরও একটা কথা যা না বললেই নয় তা হল বাংলা বানানের বিপুল বিভ্রাট। প্রাণে হয়েছে প্রানে (হারাই যদি), চরণে হয়েছে চরনে, ভিড়বে হয়েছে ভিরবে (না বলা কথা), জীর্ণ হয়েছে জীর্ন (জীর্ন জীবন), যেন হয়েছে জেন (বিদায় বেলা), পড়ে রয় হয়েছে পরে রয় (বিদায়), ভগবান লেখা হয়েছে ভগোবান (আবেদন)। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই, আগাগোড়া বানান ভুলের ভুলভুলাইয়া। ২১শে ফেব্রুয়ারী–কে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কবিতাও রয়েছে বইটিতে। বাংলা ভাষা–কে প্রকৃত ভালোবাসলে সবার আগে ভাষাটির সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের প্রাথমিক শর্ত নয় কি! তাছাড়া সম্পূর্ণ ডাক্তারী–পরিভাষা সরাসরি কবিতায় ব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়। হেমোলাইটিক জন্ডিস (জণ্ডিস?) এর ক্ষেত্রে রক্তের আর–বি–সি–র কথা কজন সাধারাণ মানুষ জানেন? বইটির প্রচ্ছদ নজর–কাড়া, ছাপা সুন্দর।

ইংরেজ কফিনে বড় পেরেক গাঁথল টিম কোহলি

অরিঞ্জয় মিত্র

প্রত্যাশামতোই ইংরেজ বধ সম্পন্ন করল ভারত। শুধু সম্পন্ন বললে ঠিক বলা হবে না, বলা চলে ভারতের এই ইংল্যান্ড অপারেশন একরকম একশো শতাংশ সফল। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুধু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় পাচ্ছে তা নয়, গত বেশ কিছুদিন ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গিয়ে ক্যারিবিয়ানদের এবং দেশের মাটিতে কিউয়িদেরও একরকম সাফসূতরো করে দিয়েছে ভারত। তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে সেই ধারাবাহিকতা অটুট রেখে দিয়েছে।

ভারতের এই ইংল্যান্ড হত্যার চিত্রনাট্য সম্পর্কে দু–এক কথা তুলে ধরা হয়েছিল আলিপুর বার্তার এই স্পোর্টস কলমেই। বলাবাহুল্য ভারতের সনাতন স্পিন অস্ত্র প্রয়োগের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল। যদিও আগের সেই ঘূর্ণি পিচ বানানোর সাজেশন নয়, স্পোর্টিং উইকেটেই একটু স্পিনের জাদু রাখার কথা বলা হয়েছিল। রাজকোটে প্রথম টেস্টের প্রথম কয়েকটি সেশন মানে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে বড় রান ওঠায় মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ভারতকে। যদিও পাহাড়প্রমাণ রানের জবাবে ভারতও ভালো রানের ভিত গড়ে তোলে। এর পর ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক কম রানে বেঁধে ফেলে স্ট্রাইক করা শুরু করেছিল কোহলির ভারত। বলতে গেলে সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ের প্রথম টেস্টে ড্র ছিল একেবারে ন্যায্য ফল। বিশাখাপত্তনমের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বলতে গেলে সিরিজের প্রাণভোমরা চলে আসে ভারতের হাতে। যার রেশ এখনও ভালোমতো অব্যাহত আছে। আর মোহালির তৃতীয় টেস্টে সিরিজ ২–০ করে ভারত তো বলতে গেলে টিম কুকের কফিনে বড়সড় একটা পেরেক গেঁথে দিয়েছে। ভারত যে অপারেশন ইংল্যান্ডে টিম গেম খেললেও বিশেষ কয়েকজনের কথা উল্লেখ করতেই হবে। এদের মধ্যে অলরাউন্ড এবিলিটির জন্য বেশ কয়েকবার আলোচিত হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজার নাম। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হল নবীন জয়ন্ত যাদব, ব্যাটে–বলে যৌথ সাফল্যের জন্য। বস্তুত অনেকক্ষেত্রেই এখন এমন হচ্ছে ভারতের প্রথম পাঁচ–ছজন ব্যাটসম্যান ২০০ রান ওঠার আগেই ফিরে গেলেও এই টেলএন্ডারদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে ভারত ৪০০ বা তার বেশি রান তুলতে সমর্থ হচ্ছে। প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিয়ম করে রান পাচ্ছেন অধিনায়ক কোহলি এবং চেতেশ্বর পূজারা। বেশ কতগুলি বড় রানের পার্টনারশিপ ইতিমধ্যেই এরা গড়ে তুলেছেন। রাহানে সহ মিডল অর্ডারের অনেক ব্যাটসম্যানকেই বরং খানিকটা শ্লথ মনে হচ্ছে এই সিরিজে। রানের খরাও চলছে এদের। সেই ঘাটতি আবার অনেকটাই মিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহার পরিবর্তে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং স্লটে নামা ওপেনার পার্থিব প্যাটেল। ৮ বছর পর টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় ফিরে আসা পার্থিব তৃতীয় টেস্টের দুটো ইনিংসেই ভালো ব্যাটিং করেছেন। বিশেষ করে ইংরেজ পেসারদের প্রাথমিক আক্রমণ সামলাতে পার্থিবের মজবুত ডিফেন্স ভারতকে ভালো স্টার্ট দিতে সাহায্য করেছে। ব্যাটিং লাইন আপের এই ধারাবাহিকতার পাশাপাশি বোলিং আক্রমণেও দারুণ ধারালো লাগছে ভারতকে। এছাড়া স্পিনারদের কেরামতির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। সামি–উমেশ যাদব জুটি এতটাই ভালো বল করছেন যে ইংল্যান্ডের শুরুতেই গলদ তৈরি হচ্ছে। এই অজস্র ফাঁকফোকর দিয়ে এরপর একে একে প্রবেশ ঘটছে অশ্বিন–জাদেজা–জয়ন্ত যাদবদের নাগপাশের। বলাবাহুল্য এই বোলিং সাঁড়াশি আক্রমণেই ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ড।

প্রথম টেস্ট দেখে তাও মনে হয়েছিল ইংল্যান্ড বোধহয় বাংলাদেশের লজ্জা ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু কোথায় কি? ওই প্রথম ইনিংসের বড় রানের পর কুকের দল কেমন যেমন ম্লান হয়ে উঠল গোটা সিরিজে। এটা নয় যে ভারত একেবারে ঘূর্ণি পিচের সামনে ফেলেছে সফরকারীদের। বরং অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে খেলা হচ্ছে এবার। যাকে বলে সত্যিকারের জেন্টলম্যানস গেমের জেন্টল পিচ। তাও ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের কাতরানি দেখে বোঝাই যাচ্ছে এরা কতটা অপরিণত। কবে একটা বড় স্কোর করবে কুক, হামিদ বা রুট তার অপেক্ষা চলছে। আর ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে এতটাই সাধারণ মানের ইংল্যান্ড এবার ভারত সফরকারী।

আর ভারতীয় দল যে মুডে এখন খেলছে যে শুধু দেশের মাটিতে বলে নয়, বিদেশেও এরা বড় সাফল্যের মুখ দেখবে অচিরেই। বিশেষ করে এই দলে এমন কয়েকজন প্লেয়ার রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন একসাথে খেলছেন, থাকছেন রুমমেট হয়ে। ফলে একটা আলাদা স্পিরিট তৈরি হয়ে গিয়েছে পুরো দলের মধ্যেই। তাছাড়া ভারতীয় পেসাররাও এতটাই ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন এবং ভালো মানের পেস বোলিং করছেন যাতে বিদেশের গ্রিন টার্ফেও সাফল্য আসতে বাধ্য। এতসব কিছু মাথায় রেখে এখন থেকেই বিরাটের টিমকে আগামীর শাসক বলেও অভিহিত করা যায়। যারা শুধু দেশের মাটিতে নয়, বিদেশেও সমানভাবে সফলতার ফসল তুলে আনতে পারবে। এত আনন্দের মধ্যে একটাই কাঁটা তৈরি হচ্ছে ঘরের ছেলে ঋদ্ধিমান সাহার জন্য। এখন এই দলে কম্পিটিশন এতটাই যে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া ঋদ্ধিকে ফের দলে ফিরতে অপেক্ষা করতে হতে পারে অনেকটাই। কারণ পার্থিব ওপেনিং স্লটে রান পেয়ে যাওয়ায় ম্যানেজমেন্টের একটা তো রীতিমতো নাস্তানাবুদ দেখাচ্ছে ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের। কিছুতেই কোনও ভালো পার্টনারশিপ গড়ে উঠছে না। এই ইংল্যান্ড দলে যদি একটা গাওয়ার, গ্যাটিং, ল্যাম্ব বা নিদেনপক্ষে ফ্লিনটফও থাকতো তাহলেও একটা লড়াই গড়ে উঠত। সেই অবকাশটাও নেই এই দলে। ঘাটতি পূরণ হয়েছে অনেকটাই। কারণ শিখর ধবনের অনুপস্থিতি, গৌতম গম্ভীরের ব্যার্থতার ফলে এই জায়গাটা বেশ খালিই ছিল। সেখানে পার্থিবের ভালো ব্যাট করা চিন্তার ভাঁজ তৈরি করছে ঋদ্ধির জন্য। যদিও কিপিংয়ের নিরিখে সাহা এখনও দেশের সেরা এটা সকলেই প্রায় মানে। যদিও চোটের বাতাবরণে সেই জায়গাটা ভরাট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাপারটা বাদ দিলে আপাতত যা ঘটছে ভারতীয় ক্রিকেটে তা অত্যন্ত ইতিবাচক। পুরো ভারতীয় দলটার চেহারাটাই কেমন যেন পালটে গিয়েছে। আমদানি হয়েছে এক আগ্রাসী মনোভাবের। যা বিশ্বের অন্য ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের থেকে ভারতকে অনেকটাই পৃথক করে তুলেছে। তার ওপর কোহলির ব্যক্তিগত নাছোড় অভিব্যক্তি এখন সঞ্চারিত গোটা টিমের মধ্যে। যার ফলে এই টিম ইন্ডিয়া যেন টগবগ করে ফুটছে। ভারতের সঙ্গে সে ভাবে টক্কর নেওয়ার মতো দল বলতে এখন দুনিয়ার দু–প্রান্তে থাকা অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে অজিদের সেই পুরনো ধার এখন অনেকটাই ম্লান হয়ে উঠেছে। বরং অনেক বেশি সতেজ দেখাচ্ছে প্রোটিয়াদের। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে পারফরমেন্স তুলে ধরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। এই জায়গা থেকেই টিম ইন্ডিয়ার কাছে আসতে পারে চ্যালেঞ্জ। তবে এই মুহূর্তে টিম বিরাট যেভাবে ক্রিকেটটা খেলছে (বলা ভালো উপভোগ করছে) তা দক্ষিণ আফ্রিকার সামনেও টক্কর ছুঁড়ে দিতে বাধ্য। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট দল এখন বিশ্বের তাবড়দের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতেই পারে অচিরে। এর প্রধান কারণ সৌরভের আমল থেকে 'ডেপুট' হওয়া আক্রমণাত্মক জিন এখনও বহন করছে টিম ভারত। সৌরভের সেই আক্রমণাত্মক আগ্রাসী মনোভাবের মশাল পরবর্তীকালে বহন করেছেন ধোনিও। দেশকে বিশ্বকাপ সহ অনেক বড় পুরস্কার এনেও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু টেস্টে কখনই ধোনির ভারতকে সেভাবে শক্তিশালী মনে হয়নি। এই জায়গাটাকেই পাখির চোখ করেছেন কোহলি। অধিনায়ক হয়ে টেস্টে রক্ষণাত্মক খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন দলকে। তার যোগ্য ইনাম মিলতেও শুরু করেছে। এখন খালি সময়ের অপেক্ষা। আগামীতে ধোনি একদিনের অধিনায়কত্ব থেকে সরে গেলে টিম ইন্ডিয়া টি–২০ এবং পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচেও দাপিয়ে বেড়াবে বলে ধারণা ক্রিকেট লেখক তথা বিশেষজ্ঞদের।

কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে সম্প্রীতির ফুটবল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৭ নভেম্বর কল্যাণীর বি – ৩ মাঠে কল্যাণী পৌরলিগের ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ – ২৭ নভেম্বর তিনদিনব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্টে কল্যাণী পুরসভার মোট ২১ টি ওয়ার্ড অংশ নেয়। ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ নং ওয়ার্ড ও ১৩ নং ওয়ার্ড এই দুটি ওয়ার্ড ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয়। খেলার প্রথমার্ধে ৬ নং ওয়ার্ড প্রতিযোগিতার প্রথম গোলটি করে। দ্বিতীয়ার্ধেও সেই গোলের ধারা অব্যাহত রেখেই ৬ নং ওয়ার্ড জয়সূচক দ্বিতীয় গোলটি করে প্রতিযোগিতায় ২ – ০ গোলে বিজয়ীর শিরোপা লাভ করে। সেরা খেলোয়ারের পুরস্কার পান ভাস্কর শীল। বিজয়ী দল ৬ নং ওয়ার্ডকে বিজয়ীর ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কারে সম্মানিত করেন পৌরলিগের চিফ অ্যাডভাইজার ডাঃ নীলিমেশ রায় চৌধুরী। ওইদিন প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী পৌরলিগের চিফ অ্যাডভাইজার ডাঃ নীলিমেশ রায় চৌধুরী, পুর–প্রধান সুশীল কুমার তালুকদার, কৃষ্ণনগরের পুর–প্রধান অসীম সাহা, ৩ নং ওয়ার্ড, ১২ নং ওয়ার্ড ও ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যথাক্রমে ঝর্ণা রায়, নিবেদিতা বসু ও গীতা রাম এবং ভারতের বিখ্যাত গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জী ও প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ। খেলা সূত্র জানা যায়, 'সম্প্রীতির জন্য ফুটবল' এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে ও কল্যানী ষ্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনায় এই পুরলিগ অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়ামুখী হোক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকার কালোবাজারীদের ঠান্ডা করতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে কুর্নিশ করতেই হয়। কিন্তু আড়াই বছরে শাসনকাল পেরিয়েও কেন্দ্রের মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের খেলাধুলার বিকাশে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। এটা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ক্রীড়া মহলে। বিশেষ করে ফুটবল, হকি সহ বহু এমন স্পোর্টস আছে যেসব ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দৃষ্টি দেয় তবে ভারত বিশ্বে একটা নাম হয়ে উঠতে পারে। অথচ এইসব ব্যাপারে অদ্ভুত অনীহা রয়েছে সরকারের। কংগ্রেস জমানা পেরিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ আমলেও এর বিস্তার ঘটেনি। প্রতিরক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াতেই পারে দেশকে মজবুত ভিত্তি প্রধান করতে। তার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও তুলে ধরার মনোভাব পোষণ করাটা জরুরি। কারণ যার আদর্শে বিশ্বাসী আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই স্বামী বিবেকানন্দও দেশ গঠনে শরীর চর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। যুব সমাজকে গীতা পাঠ না করে ফুটবল খেলতে পরামর্শ দিতেন এই আধ্যাত্মিক পুরুষ। মোদি সাহেব বিশ্ব যোগ দিবসে রাজপথে যোগাসন করেন খুব ভালো কথা। কিন্তু জাতির মেরুদন্ডকে সবল করে তুলতে দেশের খেলাধুলার আগ্রগতিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ভারত সরকারের। হাতে গোনা কয়েকটা দেশ যে খেলাটি মেতে থাকে সেই ক্রিকেটের সাফল্য ভারতকে কখনই আন্তর্জাতিক শিরোপা দেবে না ক্রীড়া জগতে। এর থেকে হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথেলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, সাতার প্রভৃতি খেলার বিকাশে সরকারি ব্যায় অনেকাংশেই বাড়ানো উচিত। তবেই গিয়ে শুধু একটা সিন্ধু–দীপা বা সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। অলিম্পিক্স এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে এরকম হাজারো প্রতিভার ঝলকানি ঘটবে।

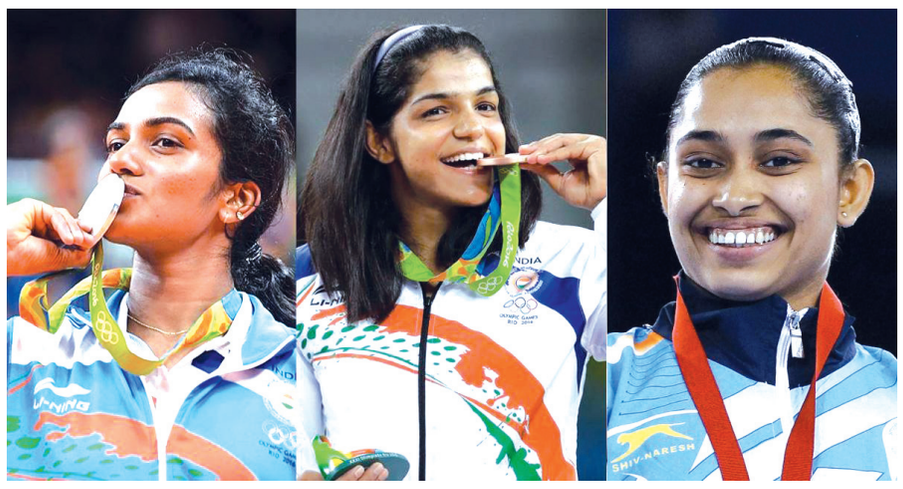

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

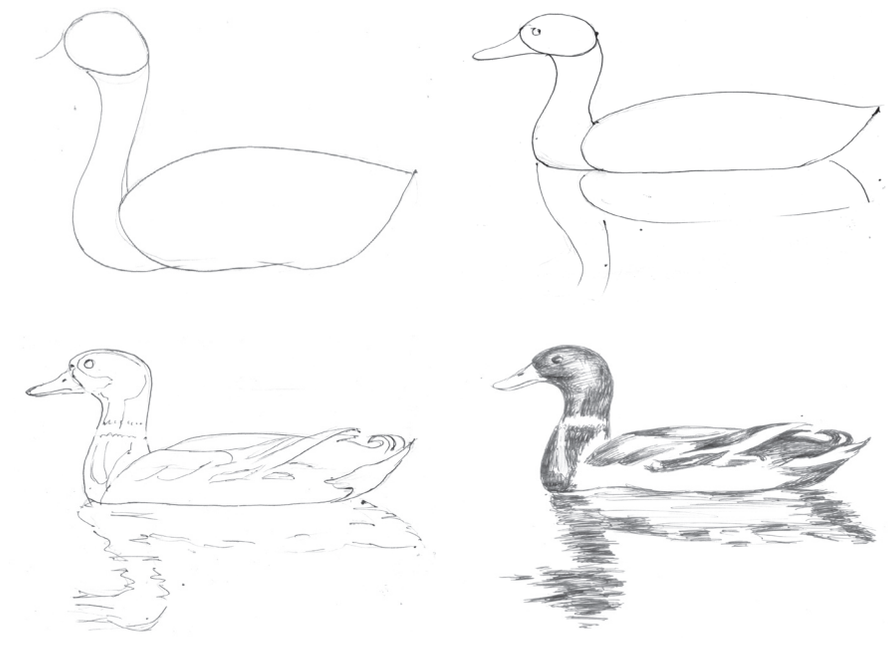

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় 'মনের খেয়াল' বিভাগে প্রকাশিত 'অঙ্ক কষার প্রতিযোগিতায়' প্রথম যোগটি হবে :

১
৩
৫
৭
৯
১১
১৩
+১৫
৬৪

দ্বিতীয় যোগটি ঠিক আছে।

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটরাও একদিন বড় হয়

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

গড়িমসি করে রোববারটা কাটছে। বেলা বারোটা। অন্যদিন হলে স্নান হয়ে যেত। চুমকি তাই ভাবল, স্নানটা সেরে নেবে। জামা, তোয়ালে হাতে বাথরুমের দিকে এগোতেই মায়ের সঙ্গে দেখা। মা বললেন, চুমকি অনেক বেলা হয়ে গ্যাছে, যা স্নান করে আয়। চুমকির রাগ হয়ে গেল, ও নিজেই তো স্নান করতে যাচ্ছিল। মা কেন ওকে হুকুম করবে? ও কি ভালো কিছু ভাবতে পারে না? ও তো এখন বড় হয়েছে, ওরও তো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। বড়রা সব সময় হুকুম করে কেন?

চুমকি গতিপথ পালটে নিজের পড়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, আমি সবার শেষে স্নান করবো।

অদ্রিজা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বারাকপুর

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com